রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮।, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা॥ অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড।৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২৭এ জ্যৈষ্ঠ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৮ই জুন ১৮৭৬ সাল। } ১৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০ঃ—

প্রমোদ কুমার নাটিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,৫০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৫৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকনে প্রপ্তব্য। মূল্য ।৶ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৶ আনা

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্‌ফর। এই মহৌষধ অতিসা ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ॥৶০ প্যাকিং /১০

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্তি ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৶০ প্যাকিং ৶

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৶

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামডালে, বিদুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৶

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং৶

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমুত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৶ প্যাকিং

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

এস বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস কৃত॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally·
—*Law Observer*,

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থানের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যং যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যে কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন
সেক্রেটারি লোন কোম্পানী
যশোর।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল •

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অার্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ
৩২ নং ডেল হাউস এস্কয়ার দক্ষিণ
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

লালবেহারি মিত্র এবং কোং

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

১ নং অপর সারকুলার রোড, কলিকাতা।

(শেয়ালদহ রেলওয়ে এষ্টেশনের ঠিক সম্মুখে)

ওলাউঠার বাক্স ১২ শিশি পূর্ণ সমেত পুস্তক ৫

ঐ ২৪ শিশি, সমেত পস্তক— ১০

রুবিনির ক্যাম্ফর

এখানে অন্যান্য সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মুল্যে পাওয়া যায় এবং সকল প্রকার পীড়ার ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মুল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্নর জেনাবেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে মুল্য /০। ডাক মাশুল /০।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান মায় ডাকমাশুল

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১।৵০

ঐ ঐ ঐ ২য় সংখ্যা ১।৵

হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম সংখ্যা ১৵০

অর্শরোগের মহৌষধ ১।।০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট ২৫

ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স ১০

ঐ ১০ শিশি বাক্স

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি

৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ১।০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার

মুল্য

শ্রীকাকর চাঁদ বসু দেব

৫৪ নং হাটখোলা

৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বাবুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়।

২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭ দিনে আরোগ্য লাভ হয়।

৩। উলাউঠা ভেদব মি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়

৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়।

৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। শুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়

১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়।

১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়।

১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়।

১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়

১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়

১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়

১৭। আম বাত। এক দিনে ভাল হয়।

১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়।

হাটখোলার ৫৪ নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলুয়া। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাবজ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিয়া ধবল। ১১ হাঁপানি কাশী। ১২ আমাশয় ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুশূলো। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁ বসু দেব।

৫৪ নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

আশা কানন কাব্য

প্রকাশিত হইয়াছে। মুল্য ১ একটাকা ডাক মাসুল ৵০

রায়যন্ত্র ১৭ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন, ক্যানিং লাইব্রারি, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ যন্ত্র, ভবানীপুর। এবং এম, এল, মল্লিক এবং কোং এর দোকান ৩৭ নং সোয়ালো লেনে প্রাপ্তব্য।

জয় পাল।

ইতিহাস মুলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি; বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস, চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ্য পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল /০ এক আনা। উক্ত২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড প্রদেশের জগত সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ শম্ভুনাথ চন্দ্র নাথ আস্তানার সর্ব্বাধিকারী মালিক শ্রীযুক্ত কিশোরবন মোহন্ত কর্ত্তৃক যথানিয়মে আম মোক্তার নামা দ্বারা নিযুক্ত আম মোক্তার সীতাকুণ্ড নিবাসী মৃত অনুপরাম ঘোষের পুত্র রামকান্ত ঘোষ উপস্থিত কার্য্য সকল আপন প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে সম্পাদন করিতেন। তিনি কোন প্রকার বিপাকে আবৃত হইয়া উপস্থিত কার্য্য সম্পাদনে অপারগ হইলে কার্য সকল সম্পাদন করণ জন্য উক্ত আস্তানা সেরেস্তার মহরের কার্য্য নিযুক্ত সীতাকুণ্ড নিবাসী মৃত রামদুলাল দের পুত্র রাজচন্দ্র দে মহরের নাম প্রোক্ত আম মোক্তার নামায় লিখা হয় মাত্র। রাজচন্দ্রের দ্বারা কোন কার্য্য কখনও সম্পাদন করান হয় নাই এবং হবেও না। রামকান্ত ঘোষ মোক্তারের মৃত্যু হওয়াতে আম মোক্তার নামা লিখিত কাগজটী রাজচন্দ্র মহরের হস্তে পড়িয়াছে। অতএব প্রকাশ করিতেছি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এলাকাধিন দেওয়ানি ফৌজদারি কলেক্টর আদালত ও রেজিষ্টারি সব রেজিষ্টারি কষ্টম কলেক্টরি রোড সেস ইত্যাদি অন্যান্য আপিসের কার্য্য নির্ব্বাহ সম্পাদন করিতে আম মোক্তার নামা দ্বারা রাজচন্দ্র দে মহরেরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত করা হইল। উক্ত রাজচন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত আস্তানা সম্বন্ধীয় কার্য্য সকল অগ্রাহ্য ও আমি তাহাতে বাধ্য নহি।

সীতাকুণ্ড
১২৮৩ বাঙ্গালা
১২ ই জ্যৈষ্ঠ

প্রকাশক
শ্রীকিশোরিবন মোহন্ত
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিউদ্দিন রিওয়ারী	৫
" " বসন্ত কুমার ঘোষ রামপুর বোয়ালিয়া	১০
" " তারক চন্দ্র নাগ পিরিজপুর, বরিশাল	১০
" " পূর্ণচন্দ্র মিত্র ঢাকা	১০
" " জীবরাম শর্ম্মা বড়ুয়া জোড়হাট আসাম	৮
" " গোবিন্দ চন্দ্র দেব সিলেট	৫
" " মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র হুগলী	১০
" " মহেশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী ময়মানসিং	১০
" " ঈশান চন্দ্র সিংহ মেদিনীপুর	৫
চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল গড় কোতাইর কাছারি	১০
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গড ডা ভাগলপুর	৫
" " ঈশ্বর চন্দ্র রায় মেখলীগঞ্জ	১০
" " রাস বেহারি বসু হাবড়া	১০
" " হরিশ্চন্দ্র ঘোষ কুমিল্লা	৫
" " অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া	৫
" " উপেন্দ্র নাথ মিত্র ঢাকা	৯।০
" " অম্বিকা চরণ আদিত্য এলাহাবাদ	৫
" " বৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মা নয়শড়ক শ্রীহট্ট	৫
" " জগত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেওঘর	১০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

অমঙ্গল হইতে মঙ্গলোৎপাদন।

কিছু দিন হইল ঢাকা প্রাকাশে এই বিবরণটী প্রকাশিত হয়। ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ থানায় এক জন সব ইনেস্পেক্টরের বাসাতে জনেক কনেষ্টেবল বাস করিত। কনেষ্টেবল তাহার বাসায় আহার ত এবং যখন তাহার হাতে সরকারি কোন কাজ উপস্থিত না থাকিত, তখন সাবকাশ মত সব ইনস্পেক্টরের কাজ করিত। এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ণগোচর হয় এবং এই নিমিত্ত সব ইনস্পেক্টর দণ্ডিত হন। মাণিকগঞ্জের কোট ইনস্পেক্টর জানিতেন যে, কনেষ্টেবল সব ইনস্পেক্টরের বাসায় থাকিত এবং তাহার কাজ করিত কিন্তু তিনি ইহা জানিয়া এ সম্বন্ধে রিপোর্ট না করায় তাহারও দণ্ড হয়। যে অপরাধে এই দুই জন পোলিস কর্ম্মচারী দণ্ডিত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় এমন এক জন ইংরাজ কি ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী নাই যিনি এই রূপ অপরাধে অহোরহ অপরাধী না হইয়া থাকেন। আমরা জানি এক জন বিখ্যাত মাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনকে সরবিসে পত্র লিখিতেন। ফল আমরা এ সম্বন্ধে অধিক তর্ক না করিয়া শ্রীহট্ট হইতে আমরা যে এক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পত্র প্রেরক এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছেন যে, তিনি আপন নাম দিয়া নাম দিয়া পত্র খানি প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার ইহাতে বিপদ হইতে পারে এই নিমিত্ত আমরা তাহার নাম প্রকাশ করিলাম না:—

"আমরা আশাম বিভাগের অন্তর্ভূত হইয়া প্রকৃত "আশামী" হইয়া উঠিয়াছি। আশা, ভরসা, উৎসাহ প্রভৃতি সুরমা নদীর জলে নিক্ষেপ করতঃ আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইয়াছে। আমাদের দুঃখ কহিবার স্থান নাই, সুতরাং দুই একটী দুঃখ-বিবরণ আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রিকা পার্শ্বে স্থান প্রদান করিলে বাধিত হইব।

"মৈনা" নামক গ্রামে আমরা পাঁচ ঘর দরিদ্র জমিদার বাস করি। আমাদের অবস্থার বিষয় বিশেষ বলা অনাবশ্যক যেহেতুক শ্রীহট্টের জমিদারগণের অবস্থা আপনারা অনবগত নহেন। আমাদের পরগণার পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিপুরা পাহাড়ের ৩ টী শাখা পাহাড়। এই পাহাড় ত্রয়ের মধ্যস্থিত স্থানটুকু আমাদের জমিদারী; সুতরাং জমিদারী যে কত দূর বিস্তৃত সহজেই অনুভূত হইতেছে।

সে দিন হুজুরের প্রেরিত, দেড় দেড় হাত লম্বা পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলাম; "ডেঃ কঃ সাহেবের হুকুম। চিফ কমিশনার সাহেব গারোদ পরিদর্শনে আসিবেন। ১৫ দিন মধ্যে তোমাদিগকে পাথরিয়া পাহাড়ের পশ্চিম সীমা হইতে চরগুলা পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে পাহাড়ে ১৫ হাত প্রস্ত ও ৭ হস্ত পরিমাণ রাস্তা (প্রায়সড়ক) প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে (প্রায় এক দিনের পথ পর্য্যন্ত)।" সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, পরওয়ানা গুলা পাঠ করিয়া আমাদের পুঠি মাছের প্রাণ উড়িয়া গেল, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। কিন্তু কি করি না করিয়া তো চারা নাই। অগত্যা সকলে একত্রিত হইয়া যথা সাধ্য ধার কর্জ্জ করিয়া আদেশানুরূপ আচরণে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার পাইলাম না। লোতু ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর বাবু রাস্তা দেখিতে আসিয়া সব না মঞ্জুর করিলেন। কি করি পুনরায় রাস্তা সংস্কার এবং এরছাড়া সাহেব বাহাদুরের থাকিবার, বসিবার, খাইবার, শুইবার জন্য আরো ৭ খানা ঘর এবং প্রায় ২০০ শত লোকের রসদ তৈয়ার রাখিতে হইল। আবার রায়তগণের খাজনায় মহকুপ দিয়া ও কত বাপু, বাছা বলিয়া এবং অন্য লোককে দৈনিক ॥০ আনা ৸০ আনা বেতন দিয়া কাজ করাইয়া ছিলাম। কিন্তু সাহেব আসিলেন না। ক্রমে পাহাড়ে রাস্তার উপর জঙ্গল উঠিল। রসদ পাচিল, ঘর ভাঙ্গিল, এবং সঙ্গে২ আমাদের ভবিষ্যত আশা শুকাইল।

মহাশয়! ১৬।১৭ ঘর রায়তের মালিক জমিদার দ্বারা ঈদৃশ গুরুতর বিষয় কত সহজে ও অক্লেশে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। যিনি দেশের অর্দ্ধেক মালিক তাহার কিছুই করিতে হইল না। পাথারিয়া পাহাড়ের মালিক ২০০।২৫০ কুলির অধিপতি পথল সাহেবকে কিছুই করিতে হইল না। এই হতভাগ্যদিগকেই সব করিতে হইল, সব বোঝা ঘাড়ে করিয়া বহিতে হইল।

এই রূপে আমরা যে কত২ সুবিচারের ফল ভোগে পরিতৃপ্ত আছি, বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে এবিষয়ের আরো একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিব। উদাহরণটী এই—

উক্ত ঘটনার কিয়ৎদ্দিন পরে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আসিলেন। গারদ হইতে হুকুমনামা আসিল আমাদের প্রত্যেককে ৫০ জনা করিয়া কুলি দিতে হইবে। কিন্তু সাহেবের মোটে ৩০ জন কুলির আবশ্যক, পশ্চাৎ অবগত হইলাম। স্বয়ং এক জন যাইয়া সাহেবকে কুলি সমজাইয়া দিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ গারোদের হেড কনেষ্টবল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ দিলাম না। এই অপরাধে তিনি আমাদের উপর রিপোর্ট করিলেন "এক জনও কুলি দেই নাই।" আমাদের তলব হইল। ডেঃ কঃ সাহেব সমীপে উপস্থিত হইলাম। সমুদয় কথা গুলি কহিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত মাত্রও করিলেন না। সব কথা হুট করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হুকুম করিলেন তোমাদের ৫০।৫০ টাকা জরিমানা। যাঁহার নিকট মোক্তার ফোক্তারেরাও দাঁড়াইতে কম্পায়মান হয়, আমরা ক্ষুদ্র কীটস্য কীট কিরূপে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহি। জরিমানা দাখিল করিলাম এবং সাহেব তুমি শীঘ্র লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে উন্নত হও, এবং তোমার যশঃ সৌরভ দিগদিগন্তরে ব্যপ্ত হউক বলিয়া মনে২ আশীর্ব্বাদ করিতে২ চলিয়া আসিলাম।"

উপরে যে ঘটনাটী প্রকাশিত হইল এরূপ ঘটনা এদেশে নিতান্ত বিরল নহে। যখন কোন হাকিম মফস্বলে গমন করেন তখনই প্রায় এরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে। আবার যে সমুদয় স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্য বরাহ আছে তথাকার অধিবাসীগণ ও জমিদারগণের প্রতি যে কি অত্যাচার হয় তাহা বলা যায় না। এই রূপ শিকারের নিমিত্ত ঢাকায় সম্প্রতি কি ভয়ানক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক দিন ঢাকার কমিশনার পিকক সাহেব এবং চিরাপুঞ্জের ইংলিশ সাহেব এবং তাহার মেম হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক ব্যাঘ্র শিকার করিতে গমন করেন। পথে হস্তী কি গতিকে চমকিয়া উঠে। ইংলিশ সাহেব এবং তাহার মেম হস্তী হইতে ভূতলে পতিত হন। পতিত হইয়া ইংলিশ সাহেব মাহুতকে প্রথম প্রহার করেন, তৎপরে বল্লম দ্বারা তাহাকে আহত করেন। মাহুত যেরূপ আহত হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন।

ইংরাজেরা এরূপ অবিচার ও অত্যাচার করিয়া আমাদের কি তাহাদের অধিক ক্ষতি করেন তাহ আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস যদি ক্যাম্বেল সাহেব বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিচারে পদচ্যুত না করিতেন তাহা ইহলে লিবিং সাহেব বিপদাপন্ন হইতেন না, এবং সিবিলিয়ানগণের মুখ লজ্জায় অবনত হইত না, লালচাঁদের প্রতি অত্যাচার করিতে গিয়া পরিণামে শুদ্ধ কার্কউড সাহেব যৎপরনাস্তি শাসিত হইলেন না, তাহার অবিবেচনার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট মাত্রে সশঙ্কিত হইলেন। আবার মাণিকগঞ্জের সব ইনস্পেক্টরের উপর অবিচার করিয়া হয়ত অচিরাৎ ইংরেজেরা ইহার ফলভোগী হইবেন। সব ইনস্পেক্টর কনেষ্টেবলকে আহার দিতেন এবং সে সাবকাশ মতে তাহার কাজ করিত। যদি সব ইনস্পেক্টর কখন সরকারি কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া কনেষ্টেবল দ্বারা নিজের কাজ করাইতেন তাহা হইলে তিনি প্রকৃত অপরাধী হইতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তথাচ তাহার শাস্তি হইল। ইংলিশ সাহেব ও পিকক সাহেব সরকারী কার্য্যের ক্ষতি করিয়া কেবল আমোদের নিমিত্ত এক জনকে বেগার ধরেন এবং হস্তি অকস্মাৎ ত্রাশযুক্ত হওয়ায় ইংলিশ সাহেব ও তাহার মেম হস্তি হইতে পতিত হন, এই অপরাধে যে ব্যক্তি বেগার দিতে আইসে তাহার প্রাণ নষ্ট করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হন, এরূপ অবস্থায় ইংলিশ সাহেবের যদি কোন শাস্তি না হয় তাহা হইলে লোকের স্বভাবতঃ ইংরেজ বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা হইবে। কল ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক মধ্যে২ এরূপ অত্যাচার হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গলের বিষয় নহে। শরীরে যত দিন এরূপ ভাবে কন্টক বিদ্ধ হইতে থাকে যে উহা দ্বারা শরীর ব্যথিত না হয় তত দিন শরীরেয় দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে না। ক্যাম্বেল সাহেব তিন বৎসর অত্যাচার করিয়া দেশের যে মঙ্গল করিয়াছিলেন, টেম্পল সাহেব বৈজ্ঞানিক সভা, শিল্প বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠানে তত উপকার করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যদি নীলকরেরা অত্যাচার না করিত তাহা হইলে প্রজার দুরবস্থা মোচন হইত না। কার্কউড সাহেব লালচাঁদ বাবুর উপর অত্যাচার করিয়া দেশীয় লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অপরাধী ম্যাকগার্থকে নিষ্কৃতি দিয়া ইংরাজ জাতি কতক অপদস্ত হইলেন। আমাদের সমাজ নির্ধন হইয়া শোণিতশূন্য হইয়াছে। শোণিতশূন্য অঙ্গকে যদি অচল অবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে উহা ক্রমে জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। এ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, রাজনৈতিক দলাদলি নাই, সুতরাং ইংরাজেরা এই রূপ অত্যাচার করিয়া যখন সমাজ বিলোড়িত করেন তখন আমাদের কিছু মঙ্গল হয়। ইংরাজেরা যদি এখানে এত দিন পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতেন তাহা হইলে তাহাদের এখানে অবস্থিতি করা ভার হইত। তাহারা এখন মাঝে২ অত্যাচার করেন এই নিমিত্ত আমরা একটু২ অগ্রসর হইতেছি। যদি তাহারা সমুদয় অত্যাচার ত্যাগ করিয়া শান্ত মুর্ত্তি ধরেন তাহা হইলে আমাদের অধিক মঙ্গল কি অমঙ্গ হয়ল সে বিষয় তর্ক সাপেক্ষ।

মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী ও কর সংক্রান্ত আইন।

সার রিচার্ড টেম্পেল খাজানা ঘটিত গোলযোগ শান্তি করার উদ্দেশে যে মিনিট লিখিয়াছেন সেই মিনিটের উপর নির্ভর করিয়া সম্ভবতঃ আগামী শীতকালে ব্যবস্থাপক সভায় একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইবে। আমরা গত সংখ্যার পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রিকায় বলিয়াছি যে মধ্যবর্ত্তী প্রজারা এই সময় তাঁহাদের স্বত্বের বিষয় উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়কে বিশেষ করিয়া উত্তেজনা করার কারণ আছে। পৃথিবীতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী সমাজের মেরু-দণ্ড। অন্যান্য দেশে যাহা হউক বাঙ্গলায় মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর উৎপত্তি ও উন্নতি ভূমি সম্পত্তি হইতে। জমিদারেরা ভূমির স্বামী বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীই ভূমির উপর কর্তৃত্ব

করিয়া আসিয়াছেন। যে গ্রামে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী প্রবল সেখানে জমিদার বড় ক্ষমতা প্রচার করিতে পারেন না এবং সেখানে কৃষি প্রজারা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকে। এই জন্য জমিদারেরা পারত পক্ষে ভদ্রলোক অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী প্রজা রাখিতে চান না। কোন গ্রামে কোন জমা পলাতকা হইলে জমিদার কৃষি প্রজা পাইলে আর পার্য্যমাণে তাহা ভদ্রলোক প্রজাকে বিলি করেন না। কৃষি প্রজারা নিরিখ কিছু বেশী দিয়াও জোতদার গাঁতিদার প্রভৃতির অধীনে থাকিতে শ্রেয়স্কর মনে করে, কেননা জোতদারের অধীন কৃষি প্রজার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, উপর হইতে যে ভার পড়ে তাহা জোতদারেই বহন করে।

বাঙ্গলায় ভূমির অধিকারীগণের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর এই পদ, অথচ আমাদের গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থাপকেরা এই শ্রেণীকে একেবারে গণ্য করেন না। গবর্ণমেন্ট এ দেশে কেবল দুই জনকে ভূমির অধিকারী বলিয়া জানেন,এক জমিদার দ্বিতীয় প্রজা অর্থাৎ কৃষি প্রজা। এ দুই জনের মধ্যে তৃতীয় এক জন যে আছে এবং সে ব্যক্তির যে কৃষি প্রজা অপেক্ষা কতক গুলি গুরুতর স্বত্ব আছে, তাহা গবর্ণমেন্ট স্বীকার করেন না। ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত প্রধান আইন। উহাতে জমিদারের অধীন কেবল কতকগুলি তালুকদার সম্বন্ধে বিধান আছে। কিন্তু এই অধীন বা সামিলাত তালুকদারেরা যে এক রূপ জমিদার এবং তাঁহারা যে জোতদার গাঁতিদার প্রভৃতির ন্যায় নহেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তৎপরে প্রজা ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত প্রধান আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন। আমরা স্বীকার করি যে, দশ আইনের ১৫ ধারায় ১৭৯৩ সালের ৮ আইনোক্ত অধীন তালুকদারদের স্বত্ব রক্ষা করিতে গিয়া ব্যবস্থাপকেরা অন্য মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে নামের উল্লেখই মাত্র। সমুদয় দশ আইনের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধীয় একটী পৃথক বিধান নাই। দশ আইনে সর্ব্ব প্রকার প্রজাকে কৃষি প্রজার অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। দশ আইনে কর বৃদ্ধির একি বিধান. কর আদায়ের একি বিধান, ভূমি জরিপ করার একি বিধান। জমিদার কোন কৃষি প্রজার কর বৃদ্ধি করিতে হইলে যে নোটিশ জারি করেন, জোতদারের কর বৃদ্ধি করিতে হইলে সেই নোটিশ জারি করেন। প্রজার প্রতি নোটিশে কর বৃদ্ধির যে তিনটী হেতু উল্লেখিত হয়,জোতদারের প্রতি নোটিশেও সেই তিনটী হেতু উল্লেখিত হয়। তবে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকায় করি যে হাইকোর্ট কতকগুলি নজীরের দ্বারা মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর স্বত্ব কতকটা পৃথক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমারা মফঃস্বলের উকীলদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী প্রজার বিরুদ্ধে কর বৃদ্ধির কয়টী মোকদ্দমায় দশ আইনের ১৩ (৮ আইনের ১৪) ধারানুযায়ী নোটিশ না দেখিয়া ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৩ ধারা মত নোটিশ দেখিয়াছেন? শতকর কয়টী মোকদ্দমায় মধ্যবর্ত্তী প্রজা মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী বলিয়া উদ্ধার পাইয়াছে?

ফলিতার্থে আইনের বিধান অভাবে হাইকোর্টের নজীরে মফঃস্বলে কোন ফল হয় নাই। জমিদারেরা কোন প্রজাকে মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী না বলাই স্বার্থ। আবার মধ্যবর্ত্তী প্রজারা অনেক কারণে নজীরের ফলভোগী হইতে পারে নাই। এখানে সে কারণ গুলির উল্লেখে কোন ফল নাই। বস্তুতঃ ইহাই ঘটিয়াছে যে মফঃস্বলের আদালত সমুহে মধ্যবর্ত্তী প্রজারা কৃষি প্রজার মধ্যে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। তবে হাইকোর্টের যে সকল নজীর আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এরূপ স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই যে তাহা আইনের বিধানের অভাব পূরণ করিতে পারে। আবার হাইকোটের নজীরের গ্রন্থ কল্পবৃক্ষ, উহাতে যিনি যাহা চান তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন।

টেম্পেল সাহেব যে মিনিট লিখিয়াছেন তাহাতেও তিনি মধ্যবর্ত্তী স্বত্বের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি কি নিয়মে প্রজার প্রতি করের হার নির্দ্ধারিত হইলে প্রজা ও জমিদারে বিবাদ মিটিয়া যায় ইহাই লইয়াই ব্যস্ত। অবশ্য তাহার মতে প্রজা অর্থে কৃষি প্রজা। কিন্তু মুল বিবাদ যে জমিদার ও কৃষি প্রজায় নহে তাহা তিনি জানেন না। জমিদারেরা মধ্যবর্ত্তী প্রজাদিগকে কৃষি প্রজার অন্তর্ভূত করিয়া তাহাদের উপর করের হার বৃদ্ধি করাতে তাহাদের চাপ স্বতঃই নিম্ন শ্রেণী প্রজার উপর পড়িয়াছে। জমিদারেরা মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব ধ্বংশ করা কাহারও সাধ্য নাই। মধ্যবর্ত্তী প্রজাদের নিম্ন শ্রেণী প্রজার নিকট হইতে যে কর পাওয়ার স্বত্ব আছে, সে স্বত্ব হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহাদের উপর কর বৃদ্ধি হইলে তাহারা আবার কৃষি প্রজার উপর কর বৃদ্ধি করিবে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী ও কৃষি প্রজা এক শ্রেণী ভূক্ত হইয়া উভয়েই জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। অতএব গবর্ণমেন্ট যদি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে রক্ষা করার যত্ন না করেন, তবে প্রজাবিদ্রোহ কস্মীন কালেও নিবারিত হইবে না।

তবে লেঃ গবর্ণর এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণের নিকট মত চাহিয়াছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা ইত্যগ্রে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা জমিদারের স্বার্থরক্ষিণী সভা। আমরা বলিয়াছি যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী লোপ করা জমিদারের স্বার্থ। সুতরাং তাঁহারা যদি জমিদারের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেন তাহা হইলে কেহ তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়ান লীগ, ঢাকা জন সাধারণ সভা, রাজসাহী সভা প্রভৃতির নিকট এসম্বন্ধে মত চাহিয়াছেন এবং আমরা শুনিতেছি যে জেলার কলেক্টরেরা লেঃ গবর্ণরের মিনিটের নকল জেলাস্থ ভূম্যধিকারীদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মত চাহিয়াছেন। আমরা ভরসা করি উক্ত সভা সকল এবং ভূম্যধিকারীগণ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভার ন্যায় কোন বিশেষ শ্রেণীর পক্ষপাতী হইবেন না। জমিদার, মধ্যবর্ত্তী ও কৃষক, জনসমাজে এই তিনটী শ্রেণীরই সমান প্রয়োজন। ইহার একটীর লোপে সমাজে বিজাতীয় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে তিন শ্রেণীরই স্বত্ব রক্ষা করিতে হইবে।

আমরা এস্থলে জমিদার শ্রেণীকে একটী কথা বলিব। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোপে তাঁহাদের যে স্বার্থ থাকার কথা আমরা বলিয়াছি, সে অতি ক্ষণস্থায়ী। বাস্তবিক সুবোধ জমিদারেরা দেখিতে পাইবেন যে কৃষি প্রজার উপরিস্থ এক শ্রেণী ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকা তাঁহাদের পক্ষে পরিণামে মঙ্গলকর। মধ্যবর্ত্তী প্রজার যোগে জমিদারের খাজনা আদায়ের সুবিধা হয়। মধ্যবর্ত্তীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে নিম্ন শ্রেণী প্রজা সন্তুষ্ট থাকে। যেখানে ২ প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান কয়িয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে যে তত্তৎস্থলে মধ্যবর্ত্তী প্রজাই তাহার নেতা ও সেনাপতি। অতএব পরিণামদর্শী জমিদারেরা মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী লোপ করিতে চষ্টা করিবেন না।

তুর্কির সুলতান সিংহাসনচ্যুত হওয়ায় বোধ হয় তুর্কির অমঙ্গল হইবে না, প্রত্যুত সকলে মঙ্গলের আশা করিতেছেন। তুর্কির সিংহাসনচ্যুত হওয়া সম্বন্ধে তার যোগে এই সংবাদ আসিয়াছেঃ—

"২৯এ মে তারিখে সুলতান পদচ্যুত হন। এই রূপে তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অবসর করান হয়। তুর্কি রাজ্যে সামরিক ব্যয়ের অতিশয় অনটন হয়। মন্ত্রিরা সুলতানকে তাঁহার নিজ ভাণ্ডার হইতে এই ব্যয় সংকুলান করিতে বলেন। তিনি অস্বীকৃত হন। এই নিমিত্ত রাজ ভবন সৈন্যেরা বেষ্টন করে এবং সামরিক বিভাগ হইতে ঘোষণা পত্র বাহির হয় যে, অ[illegible] হইতে মুরাদ এফেন্দি সুলতান হইলেন। এই সম্বাদ এক জন সুলতানকে শ্রবণ করান। সুলতানকে বলা হয় যে, তাহার প্রজারা তাহাকে রাজ্যচ্যুত ক[illegible]ছেন। তৎপর তিনি ও তাঁহার রাণীগণ নৌকা[illegible] অন্যত্র প্রেরিত হইলেন। তাঁহার রাণীদিগের দ্বারা ৫৩খানা নৌকা বোঝাই হয়। বর্ত্তমান সুলতান তৎক্ষণাৎ রাজ ভবন অধিকার করিলেন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তুর্কির খৃষ্টান প্রজারা পর্য্যন্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি সকলেই ইহাকে সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে, এ কার্য্যটী রুশিয় গবর্ণমেন্টের অনেচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে।"

উপরের তারের সম্বাদ দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে যে,তুর্কির যত বিপদ তাহার সমুদয়ের মুল সুলতানের অর্থ লালসা। সিংহাসনচ্যুত সুলতানের নাম আবদুল আজিজ। এ দিকে অর্থের অনটনের নিমিত্ত রাজ্যের সমুদয় কার্য্য বিশৃংখল হইতেছে, ও দিকে তিনি অট্টালিকা নির্ম্মাণ, ও বেগমদিগের সজ্জার নিমিত্ত যদৃচ্ছা ব্যয় করিতেন। ইহাতে তাহার নিতান্ত কম ব্যয় পড়িত না। যখন তাহার বেগমেরা রাজ ভবন হইতে স্থানান্তরিত হন তখন ইহাদের দ্বারা ৫৩ খানি নৌকা পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং ইহারা যে রাজ্যের অর্দ্ধেক ধন শোষণ করিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক খানি ফরাশি সম্বাদ পত্র সুলতানের অপব্যয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে গালিচার উপর উপবেশন করিয়া উপাসনা করেন তাহা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত বৎসর ১২ হাজার ফ্রাঙ্ক ব্যয় হয়। তাহার ডাক্তার ও কবিরাজের ব্যয় বৎসর ৬। ৭ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। এক ফ্রাঙ্ক ছয় আনা হইবে। এরূপ অপব্যয় করিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। তাহার নিজের একটী ভাণ্ডার আছে। ইহা অর্থের দ্বারা পূর্ণ করিতেন। তিনি এই রূপে নিজ তহবিলে ৩ কোটী টাকা সঞ্চয় করেন। যখন মন্ত্রিগণ আর যুদ্ধের ব্যয় সংকুলন করিতে পারেন না, তাহারা দেখিলেন যে,রাজ্য রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল, অথচ সুলতানের কোন মতে চৈতন্য হয় না, তখন ইহারা দিশিহারা হইলেন। তাহারা শেষে যে কোন গতিকে সুলতানের ভাণ্ডার হস্তগত করিবার নিমিত্ত দৃঢ়সংকল্প হইলেন। যত দিন আবদুল আজিজ রাজ সিংহাসনে আরূঢ় থাকেন, তাঁহারা দেখিলেন তত দিন ইহা অসম্ভব। তাহারা এই নিমিত্ত তাহাকে পদচ্যুত করা শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন। তাহাকে পদচ্যুত করার [illegible] আর একটী কারণ থাকিতে পারে। মুরাদ ইফেন্দি সুশিক্ষিত এবং মন্ত্রিদের বিশ্বাস যে, ইনি আবদুল আজিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে রাজ্য শাসন করিবেন। আবদুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি কি প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিবেন তাহার একটী ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ঘোষণা পত্রের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, রাজ বিচারের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে ব্যয় পড়িত তিনি সে ব্যয় সংকীর্ণ করিবেন, সুলতানের নিজের সম্পত্তি হইতে রাজ্যের ব্যয় সংকুলান করিবেন, রাজ্যের রাজস্ব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, প্রজারা যাহাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহার যত্ন করিবেন। তিনি রাজ সভার এবং রাজ বিচারালয়ের সংস্কার করিবেন। তিনি তাহার মন্ত্রীদিগকে এই রূপ কোন শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিতে আদেশ দিবেন যাহাতে তাহার রাজ্যের সকল প্রজাই সন্তুষ্ট হয়, এবং কেহ কোন রূপ নিষ্পীড়ন সহ্য না করে। তিনি শেষে আশা

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JUNE 8, 1876.

It was left to the Bombay Share-holders to step in and rescue the Port Canning Company from a collapse. It was owing to them and no less to the energy of Mr. Sadanand Balcrishna, the late Secretary, and to the never-tiring exertions of Mr. Cowasjee Eduljee, the present agent, that the large Zemindaries of the company owe their present state of improvement. We are glad to learn that Cowasji is going to appoint Babu Brojo Jeebun Bose as their manager. A better selection could not have been made.

—ooo—

We do not often hear good reports about our Magistrates; it is therefore with a feeling of peculiar pleasure that we learn that Captain Gordon, the Cantonment Magistrate of Dum-Dum, is an exception to this general rule. He is stated to be a sincere well-wisher of the people, and has a kind word for every body that comes accross him. He has been, however, no doubt unconsciously, led to commit an error in regard to the re-election of the members of the Road Cess Committee, Dum-Dum Division, which is greatly to be regretted. We are told that he has overlooked the claims of respectable and conscientious men of the locality, and the majority of his nominees are men of no position. An artificer of low caste, employed in the local Factory, and drawing as pay the paltry sum of Rs. 30 a month, has, we understand, been recommended by him for the responsible post of Vice-Chairman. This action of the Magistrate appears to have caused great surprise in the minds of the people of the adjoining villages, who have memorialized him on the subject, and is likely to alienate him from their affections. If Captain Gordon has really the good of his sub-division at heart, we hope he will not act against the voice of the people. Why not Babu Beni Madhub Chuckerbutty, the present Vice-Chairman, be re-elected to the post? He is, if we are rightly informed, a right man in the right place. There is yet time for revising the election and Captain Gordon would do well to withdraw his nominations, and send a fresh list of competent nominees in whom the people have confidence for the sanction of the Lieutenant Governor. The late Magistrate of Dum-Dum made similar mistakes in electing Honorary Magistrates, and we trust, the present Magistrate will also revise the election of his predecessor.

—ooo—

The following sentiments are unworthy of the high position which the *Englishman* deservedly holds. *Anent* the proposal of the *Statesman* to declare the District Judgeships of the country open to the best of native Judges, the *Englishman* remarks, "theoretically nothing could be fairer than the proposed change; but how would it answer in practice? Who, by the way, are the people spoken of? If by 'the people' is meant the disaffected and disatisfied class who, having been educated at the expense of the State, expect also to have all the loaves and fishes as a reward for their condescension in allowing themselves to be intellectually improved, our contemporary is right in supposing that the reform advocates would create 'hope and contentment;' but if the real people are meant, it is very doubtful whether the ryots do not prefer the judicial system which gives them District Judges who are known to be free from caste prejudice and arrogance, and not to be influenced by class considerations in their judicial views on land questions. Is the educated Hindu or Mussalman an altogether superior article to that which has brought to the verge of ruin Turkey, Egypt and Persia?"

As regards the common cant of the disaffected class having been educated at the expense of the State we can only say that it does not deserve a reply. If natives are to be elevated to the posts of District Judges they must be selected from educated classes. There is no help for it, for the "agricultural millions" are not competent enough to serve in that capacity. The argument of the *Englishman* depends entirely upon the assumption that the people prefer English to Native Judges. The writer ought to know that this is pure assumption and as such is a poor basis for an important conclusion in which nations are affected. It is more natural to suppose that one would have more confidence in his own kith and kin than in a foreigner, and it requires strong testimony before we can entertain a contrary supposition. It may be quite true that the English Judges are free from caste prejudice and arrogance (!) but it should have been also stated that they are innocent as well of the manners, customs, language and laws of the land. The writer also cites the examples of Turkey, Egypt and Persia, but we have yet to know that these countries owe their misfortunes to their District Judges. If the writer cites the examples of Turkey, Egypt and Persia we can also name that of Burmah, China and Japan. Surely these countries are not importing Englishmen to administer civil justice, yet they are getting on pretty well.

—oo—

THE POONA ADDRESS TO THE QUEEN.—The Poona address to Her Majesty must have struck him who has persued it, as a document of great ability. It reminds one of the memorial, submitted by the same body to Lord Northbrook, on the deposition of Mulhar Rao. It is a document singularly free from all affectations which generally disfigure cogratulatory addresses. It is a dutiful, respectful and affectionate address, at the same time frank, honest, and straight-forward. There is no humbug in it; it means what it is meant to mean, and is the candid expression of the feelings, wants and aspirations of a nation to its sovereign. There are some matters in it, however which do not meet with our humble approval. For instance the desire expressed to have representatives in Parliament is to our thinking impolitic in the highest degree. Thorough representation of India in Parliament is impossible, for it would transfer the reins of Government into the hands of the Hindoos which of course the English will not do. Neither can we expect as much representation as the Irish have, yet the Irish are not at all satisfied with their condition. They are for Home Rule or, local Parliament, and want to be separated from the British Parliament. What the Irish found after experience injurious to their interests, we ought to be careful how we seek it, especially as we cannot expect the liberty of representing our interests as fully as the Irish at present enjoys.

But there is another point in which we beg to differ from the Poona memorialists. It serves no useful purpose whatever to give a long list of our wants, and they ought to have confined their prayer to one or two most important points, for that would have been more effective. They should have avoided particularities and stuck to constitutional reforms. But these are small matters. The address takes a comprehensive view of the present condition of India; how it is governed and how it can be governed better, and as such, is a valuable document, which may instruct, and help statesmen interested in the good government of this vast country.

The address was not however adopted without a protest. The meeting was attended by about 500 people, the flower of Maharashtra, and about 10 or 12 of whom opposed the address on the ground that as it was a congratulatory address, it should not therefore contain any political matter. There was of course a great deal of excitement, when Mr. Joshi, the founder of the Sarvajanik Shabha, and Mr. Tilang, the rising orator of Bombay, in brilliant speeches quieted the disturbance and the address was adopted with acclamation. What arguments these two talented men used on the occasion we do not know, but the question raised is a momentous one. That there is an impression in certain quarters that congratulatory addresses should not contain political matter is quite true, but it is worth while to examine how this notion originated and whether the notion is a correct one.

The *Englishman* referring to the Poona address remarks in its usual majestic way: "In congratulatory addresses it is not usual to allude to political matters, so the address should be rejected." The only ground stated is, that it is not usual. Well it may not be usual, but many things that are not usual are done in this world with advantage. It is not usual for Sovereigns to assume a title without the free consent of their subjects, but when Her Gracious Majesty adopted the title of Empress, her only subjects interested in the matter were not consulted. There is no Parliamentary statute however to shew that political matter is forbidden in a congratulatory address. So the question can be only decided by the public voice and the question was settled at a public meeting in one of the most intelligent cities in India. The ground that a practice is to be denounced because not usual is extremely untenable. Custom is the law of the people and is therefore subject to their will.

But who said it is objectionable to introduce political matter in congratulatory addresses? It may not be done generally but it is oftentimes done, and good rulers do not take it ill, that their subjects open out their hearts to their lord protectors. It is neither unconstitutional, nor unusual for subjects approaching the Throne with congratulatory address, taking that opportunity of laying open their hearts, and giving vent to their wishes and aspirations. It would be no doubt more comfortable to have a purely congratulatory address; but if subjects rejoice at the happiness of their kings, kings should also sympathise with the legetimate aspirations of their subjects. Thrones also have their duties and when the people express their loyalty and affection, they have a right also to remind them of their duties.

The real question at issue is this: Whether grievances ought to be smuggled in a congratulatory address presented on a happy occasion. If the people have their grievances, they have their opportunity and time for representation. Now let us remove the word "grievances" and substitute a couple of words in its stead, for it is not fair to give a dog a bad name in order to have it killed. Let us say "wants and aspirations" instead of "grievances." If it is asked why "wants and aspirations" at a moment of national exultation, we shall give our reason. The people of India have very little opportunities of approaching the Throne. Here an opportunity has presented itself, and it would be extremely culpable on their parts not to take advantage of it. Let not the carping critics forget that never did such an opportunity present itself to the Indian subjects of Her Majesty. There was one such opportunity in 1858, but then the people and the sovereign still entertained suspicion of each other. It is after a peaceful reign of 20 years, the sovereign suddenly recollects that she has too long neglected India and her Indian subjects; what more natural and what more proper that the people of India should express their gratitude at this condescension of their sovereign and take that opportunity of expressing their wants also? It is true the representations might have been made afterwards, but even an idiot will see the difference between a representation now and a representation hereafter. It is no sin for a nation to seek its legitimate interests, it is a sin on the contrary not to seek it. We have our wants and aspirations; if we represent them hereafter they may never reach the Royal ears, or meet with sufficient attention. If we represent them now there is a chance, however slight that chance may be, of their being heard with attention. It would therefore be an unpardonable omission, if the people of India let slip this opportunity.

Now as regards the propriety of smuggling "wants and aspirations," we shall illustrate our position by a poetical though apt illustration. Our readers we doubt not, will excuse us for this poetry. Suppose half a dozen of ragged children rambled about the streets unprotected and uncared for. A wealthy gentleman suddenly comes and recognises them as his children. What would the children feel on the occasion? They would feel unbounded joy, that their deliverance was at hand and now their wants would be removed. If one of the children then catches hold of his father and says "Father we have suffered much, nobody took any care of us, we are suffering from hunger and cold, please relieve us," If the children said so, would the father turn round and say "you ingrates! this is a moment of congratulation, why pester me with your wants, you have your time aud opportunity, it is very unusual to talk of wants at a moment of congratulation. Thank me that I have recognized you and keep your wants to yourselves?" The people of India have long been uncared for.

We have said that the custom is not unusual in Europe to offer politico-congratulatory addresses to sovereigns by their subjects. But the usual custom in India is for the sovereigns to signalize happy occasions by good works. During coronations the Indian Princes are required to weigh themselves in gold for distribution, to liberate prisoners, to grant jageers and do other meritorious works to signalize the happy event. Indeed it is cumpulsory for Indian Princes in every happy occasion, such as birth, marriage and so forth, to signalise those events by satisfying the demands of the people and thus infusing joy into every heart. The Poona memorialists only pray to signalize this event by certain reforms. It is needless to urge that simple recognition may not satisfy hungry children, their wants must be satisfied too.

There is another point, a very delicate one, which deserves notice. Will Her Majesty graciously condescend to accept the address or adopt the advice of carping critics and reject it? If she rejects it, it will no doubt grieve the people intensely, but it will not harm them.

—ooo—

THE UNCOVENANTED CIVIL SERVICE MEMORIAL:—"Whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath." This, in its grossest acceptation, appears to constitute the code which regulates the dispensations of Government. And "those who have" are naturally unremitting in their efforts to get in the harvest which awaits their appropriation. Scarcely a month has elapsed since the majority of the European section of the Uncovenanted Civil Service were, in the matter of leave of absence, admitted to rules similar to those of the Covenanted Civil Service. And now they have come forward with a Memorial to the Secretary of State for India, praying for the extension of the same indulgence to the matter of pension. They pray that they may be granted:—(1.) A reduction of the time of residence in India required to earn a a pension. (2.) A graduated scale of pensions allowing a certain increment for each additional year's service. (3.) A relaxation of the limit of age for commencing pensionable service. (4.) The fixing of the maximum limit of all pensions in pounds sterling insted of in rupees. We do not blame *them* for thus seeking to improve the financial status of their Service, but we cannot protest with sufficient vigor against the policy of courting and humoring their accelerating avarice, at the expense of India and India's rights.

The Memorialists evidently aim at securing for their service, one after another, all the enviable privileges enjoyed by their Covenanted brethren. But what does the consummation of their aspirations involve? It involves, virtually, the creation

of a new Covenanted Civil Service, the members whereof are appointed by Government, without the pre-requisite of a competitive ordeal. Now, such a Civil Service was to be inaugurated, expressly to do justice to the Natives of the country. The fair promise was formally recorded six years ago, but Government has not yet stirred a step to redeem it. The ethics of British statesmanship is elastic enough; and we should not wonder, if some day Government plead the Statute of Limitation, and backed out of the promise altogether. Nor is this the worst of it. As if the morality of coolly allowing a promise, made in due form, as a set-off against the wrongful withdrawal of the State-scholarships for facilitating the admission of natives of India to the competitive Civil Service, were not sufficiently heroic, Government would divert the direction of the promise, and exhaust its precious prospects on surefited Europeans. Is not this befooling "those who have not" of what little they have, and pandering to the insatiable greed of "those who have" or, to use ahomely adage, pouring oil on oiled heads? The question assumes a graver aspect, when we take into account the pressure it entails on the revenues of the country. The value of the privileges obtained and sought is not merely sentimental; so many "pounds sterling" have been thrown away, and so many "pounds sterling" are again conspired against. And all this unconscionable massacre of ethics and economics for those who, if the injunction that the Uncovenanted Service should be reserved for the natives of the country means anything, are, after all, interlopers in the Service, to be tolerated rather than encouraged! Is it possible to hear the whine of deficit, whenever India and India's wants are on the tapis and see the heroic diversion of Indian revenue to the protection of a European monopoly in the several Services, in the teeth of solemn promises and injunctions, without indentifying the scene as that of giving the children's bread away to dogs? The Native section of the Uncovenanted Civil Service should not swallow the stolen marches of their European compeers with resignation. They should use the occasion to prefer *their* claim to equivalent advantages. If their services to the State are not less meritorious, why should they consent to an inferior return? India should certainly bear the cost of *service* rendered, but it is gross misappropriation to draw on her revenues for paying any tribute to color. Let not Native Uncovenanted officers then submit, without a protest, to disparity in privilege, when there is no disparity in Service. If the financial status of the Service shall be raised, let not the elevation be invidiously partial. If there shall be extravagance, let the *whole* Service reap the benefit.

—oo—

THE TITLE OF EMPRESS.—It was in an evil moment that Mr. Disraeli took upon himself to confer a new dignity upon the Queen of England. This step has created a bitter spirit of hostility between the members of Parliament, and though there is no chance of a civil war, the feeling of the nation has been raised to the highest pitch. Duels are now not in vogue or possibly many duels might have been fought upon this measure of the Premier. The tide has now reached India, and the measure which disturbed so much the peace of England might possibly exercise the natives and residents of India in the same way. The meeting of the Indian League is a definite expression of one side of the question and the protests of the *Indian Daily News* against the doings of that meeting is the other. The opinions of Hindu Papers in this matter are not worth much, simply because Hindus are compelled to write guardedly on a subject which is too delicate for a conquered nation to deal with frankness. Yet the feelings of the majority are either hostile or indifferent. If they were assured that the assumption of the title would be followed by any material advantage to India there would no doubt be bonfires and fireworks to celebrate the event. But if nothing follows the assumption, either good or evil, it is to them a matter of the supremest indifference whether the Queen is styled an Empress, an Adhirajni or a Paramarani.

But the people whom the *Indian Daily News* represents have a real cause of alarm. In England and in Anglo-India there are people who do not believe in the divinity of kings. To them, loyalty is not a natural emotion of the heart but a feeling which is either founded upon utter selfishness or high patriotism. To them resistence to tyrants is obedience to God. A king is only to be supported when he is of service and spurned when he is not wanted. A king is but a Chief Magistrate who can be made and unmade at the will of the people-god. They endure Royalty because they cannot do without it. The great majority of those in England who enjoy power and influence hold this opinion. But a still greater majority of those belonging to the lower classes hold still stronger opinions regarding Royalty. To them any additional allowance to Royalty, either in the shape of money or honor is so much robbery committed upon the people. The additional title to the Queen is to these men an indignity to the people-god. Those who have confered it are the enemies of the people.

But it is not altogether a matter of pure feeling. Those who look, or fancy they look, deep, are afraid of serious danger to the liberty of the people when additional honor is heaped upon Royalty. Rulers have always hankered after higher titles and strong-minded rulers like Cæsar, Cromwell and Napolean have been blamed for their weakness and vanity in this respect. It is doubtful whether it is due to vanity alone that strong-minded men, enjoying real powers, oftentimes risk a great deal for an empty title. Titles have their uses, for titles entitle rulers to usurp greater powers without opposition. They have a charm, which dazzles and demoralises the people; it has been always seen that the people will allow a great deal of power to a ruler bearning the title of Emperor than that of a king or a Protector. The people themselves instinctively feel it, and have always opposed their Rulers when assuming a higher title. Indeed Rulers have, when assuming a higher title, generally taken the people by surprise and secured the object of their ambition by something like a *coup de'tat*. It has been seldom the lot of rulers to be invested with a higher title by the people themselves; indeed the rulers have in almost every case taken the people by surprise; and the people have after this surprise allowed their monarchs to do whatever they pleased. Why was Runjeet Sing merely a Chief, though he was a powerful monarch and enjoyed absolute powers? It was because he dared not; he feared his people would not allow it.

In our own case we see the British India Government is always very anxious to be recognized as the Paramount Power. Not that the British India Government is not *defacto* the paramount power in India. The Indian Princes are at the mercy of the British Indian Government, and its supremacy is firmly established. Yet the Government lets slip no opportunity, and is always devising means to have itself proclaimed as the Paramount power in India. It was even at one time thought expedient to remove the capital to Delhi for that purpose. The institution of the order of Chapter of India was to secure that end. Periodical darbars are held for that purpose. The great political object of the Prince's visit was to assemble round him the Princes of India as his vassals. It was for this that a determined effort was made to bring the Nizam before the Prince. Why does then the British India Government hanker after the title of the "paramount power in India" when as a matter of fact it is already so? It is certainly not from motives of vanity, which might sway individuals but not a Government like ours. It is because the Government have a deep object in view. They can now depose an Indian Prince if they choose it, but they cannot do it without raising an intense clamor. The Princes demand an international law, they claim independence and resent interference, but if the British India Government is once acknowledged as the Lord of the Princes, the people will feel less if this acknowledged Lord interfere with his vassals.

So the people will allow greater liberties to Emperors than to Kings and Protectors. The notions of the people are that an Emperor and a Constitution cannot exist together. And they are perfectly right in their notions. Those who mean to maintain the constitution have no business to be an Emperor. It is those who are intent upon destroying it, that seek the higher title. When a ruler calls upon his people to make him an Emperor he indirectly claims despotic power and expresses his intention of destroying the existing Constitution. It was for this, when Mr. Disraeli proposed to confer the title of Empress of India upon the Queen that a great many people took the matter deeply to heart and expressed their strong disapprobation of the step. It is not merely from party spirit that this hot debate was raised; people foresaw danger to the Constitution and opposed the Premier with all their might. If the Premier had proposed the title of "Empress of the British Empire" there might have been a civil war, for England has not as yet gone so low as that. But the title of Empress will be confined to India, or (to speak more correctly) will not be used in Great Britain and Ireland. This assurance pacified the nation a little but not completely. Though the Queen cannot be called an Empress in England, she is to be styled so in the Isle of Man. If constitutionally Her Majesty is debarred from using the title in England, nothing will prevent courtiers and flatterers in styling her so. Gradually the people will be used to it, and what they at present condemn, may at a future period, be a matter of pride to them. Ministers may be found subservient enough to take advantage of this popular feeling to turn the Empress of India into an Empress of the British Empire. The very action of the Premier in exceeding the terms of his promise in the Proclamation shews the disposition of courtiers in such matters. Courtiers will always feel that it is more honorable to be in the confidence of an Empress than that of a Queen. And Queens will always reward those courtiers most who shall contribute to their enjoying higher titles and greater powers.

The thin end of the wedge has been introduced, the doom of the English Constitution is sealed, and this is the opinion of a great many Englishmen in England and India. The *Indian Daily News* is a fervent lover of the constitution, and need we wonder that he should look with displeasure at the doings of the people of Calcutta in connection with the title of Empress? According to these men the Indian League has strengthened the ministers and thus helped to ruin the British Constitution. Admitting this view of the case, may we inquire what it is to the people of India whether the British Constitution is ruined or maintained? They do not enjoy its blessings, they are as much under the protection of the British Constitution, as they are under that of the American Union. The glorious Constitution of England is the result of the successive efforts of the genius and patriotism of the British nation and testifies to their greatness. But what is the Constitution to us?

It appears that the English people have become for the first time alive to the dangers of ruling India as they are doing now. We have always advocated that unless justice is done to India, India will ruin England. England has many enemies, but none so dangerous and insidious like India. Sometime ago Mr. Fitz James Stephen, the great sanguinary lawyer, after his triumphant introduction of the Criminal Procedure Code in this country, wanted to fasten a similar Code upon the people of England but his attempt failed. Others will make the attempt, and if any meets with success, England will be indebted to India for that draconian Code. The other day an attempt was made to place certain restrictions upon the freedom of the Press. The attempt failed, but the idea was imported from India. Sir George Campbell proposed to import servants from India to England for domestic use; used to the humility of Indian servants English servants appeared to him too impertinent. If Sir George Campbell can carry out this brilliant idea, we will have a system of slavery introduced in England. All these ideas have polluted the almosphere of England and prepared the nation for constitutional changes. And thus India's unnatural connection with England is already bearing fruit. The people of India have already given the liberty-loving Briton a live Empress.

Modern thoughts have not only divested rulers of their divinity, but the Divinity Himself of his authority. It may not affect them much, if we cite Divine laws to those who do not acknowledge his authority. It may not affect them much if we tell them that this or that is offensive to the Deity. But who can deny that those who are surrounded by slaves are themselves demoralized? Who can also deny that superfluity of wealth demoralises a nation? A wealthy nation will not choose to fight if it can help it. A wealthy nation is naturally more timid than one who has very little to lose. A wealthy nation will choose to employ others to fight for it and thus forget the art of fighting. South America enriched Spain and ruined her, and the wealth of the East Indies has already demoralized the great English nation. But wealth does not demoralize a nation so much as a system of slavery does. When a young Englishman comes here, he is frank, generous, joyous and sincere. But when he goes home what is he? He is an animal, whose like it is difficult to find in the whole universe. He is an Indian nabab as has been described by Marryat in his celebrated novel of Japhet in search of a father. He has spent his life amongst slaves, and men of independance offend him. His idea of a good Government is to reduce the people to the condition of slaves. We are thus importing hundreds of petty tyrants to England annually, to whom England appears a strange country and the people very impertinent. These men are gradually finding their way to Parliament, and a considerable number of the present M. P. s. are Anglo-Indians. The number of such men will gradually increase in Parliament, and in time they may come to govern the country. And then we shall have a Criminal Procedure Code in England.

The only way to obviate this difficulty is to govern India constitutionally. If it is governed as it is governed now, that is despotically; the evil will redound upon the shoulders of England. Every body knows that the British India Government is an absolute despotism. Sir Erskine Perry, a member of the Council of the State Secretary, admitted the other day that India is despotically governed. Candidly speaking we lose nothing by the assumption of the title. As regards constitution we have none, and we have nothing to lose. This is an opportune moment however. Her Majesty is in her best mood. The ministers want support and we shall support them and see whether we can secure for us some boons for our toils. If not we absolutely lose nothing.

SCRAPS AND COMMENTS.

The *World* edifies its readers with the following:—

"There is a strange tale abroad which show the perils that do environ all those that meddle with cold divorce. A gentleman was recounting his adventures in a country house to another gentleman, and, having told him of a remarkable accident that had there happened to him, the other gentleman immediately informed him that he was the missing co-respondent who

had long been sought, and that he should feel it his duty to inform the proprietor of the country house of the accident. Accordingly, not many days later, the victim of the accident received a citation to the Court of Probate and Divorce; upon which he said to the clerk who served him with it. "I hope Mr. Proprietor will consider before he goes on with this affair, *for I married his daughter this morning.*"

The tableau, as will be seen, was a very effective one.

The Americans will soon follow the example of their savage predecessors on American soil and turn human skulls into drinking cups. We are now told that :—

Mahrenholz, an American, has devised a plan for utilising the remains of his deceased fellow-creatures by converting their skins into leather. He has lately tanned the hide of a respectable working man who lost his life by a lamentable accident, and the value of whose skin was an immense boon to his disconsolate widow and children. A pair of boots manufactured from the skin of this ill-fated labourer have been deposited in the Smithsonian Institution at Washington, where they excite much interest and attention. It is proposed by the inventor to exhibit the boots at the Contennial Exhibition at Pheladelphia. The leather is remarkable for its softness and pliancy, and takes a good polish, but its wearing qualities have yet to be proved. The general impression appears to be that it is hardly adapted for tough work, such as that of sportsmen or pedestrian tourists, but for evening wear at the theatre or in the ball-room it will be found far more comfortable than boots and shoes made of ordinary leather. Some little prejudice, it is expected, will have to be overcome before the new leather is taken into general use."

We shall perhaps ere long hear that human flesh is one of the most delicious food in the world :—

We take the following from the *Times of India* :—

"It is a significant fact that within the last four or five years divorces amongst people of really fair social position in England have become so numerous that there now exists a little society there, the female portion of which consists entirely of ladies who have loved not wisely but too well. A fellow feeling makes us wondrous kind, and as each member of this evergrowing social circle is aware that there is a slight speck in her own escutcheon she is indulgent to the little failings of her neighbours. In this way a beautiful feeling of sisterly charity is encouraged, and we are told that there is not half so much scandal talked in this slightly damaged community as is daily and hourly circulated in the chaster drawing-rooms of their immaculate sisters. It must be admitted, however, that society has come to a pretty pass when such an advertisement as the following appears in so respectable a journal as the *Morning Post* :

A lady of requisite fortune may have exceptionally stylish PRIVATE ROOMS or SHARE a refined Elegant HOME, unsubjected to any restraints or prejudices, in the house of another of gay and enjoyable habits, living alone upon equivalent income. Letters only, with fullest particulars, name, &c., confidentially indispensable.---C. S., 160, Piccadilly."

According to an English paper :—

"A new invention has been offered to the War Office the principle of which is that every bullet shall without fail be provided with its billet on the body of an enemy The inventor professes that by his method the range of a gun can he discovered with unfailing accuracy. He is prepared to impart his valuable secret in consideration of receiving the round sum of £1,000. The War Office people naturally hold back, afraid lest they should be hoaxed as once upon a time a certain Government was hoaxed by a female quack, who pretended she had discovered an infallible remedy for a dangerous disease. The enterprising woman demanded several thousand pounds for the communication of her priceless secret, and on receiving the cash she natively stated that her cure consisted in administering crushed egg shells to the patient! The War Office very wisely demands some proof of competency on the part of the inventor before it "parts," while that worthy on his part stands out for ready money down."

And so the matter stands at present.

The progress that the women of America are making is marvellous, as the following items taken from an American paper just to hand, will show :—

The *Interior* in a recent issue says "Miss Sarah F. Smiley is preaching at the Rev. Dr. Shaw's church, Rochester, N. Y., to immense audiences." A correspondent asks :

Mrs. Laura C. Holloway, who has already gained a distinguished position as a journalist, has made a successful *debut* as a lecturer. She delivered her lecture entitled "An Old Grudge---A New Foss" in the Brooklyn Academy of Music, last week, to a large audience; and she repeats it the present week, on the night of April 6th in the large hall of the Cooper Union. Her subject is "Woman's Right to a Share in the Government," which she is said to treat in a new manner.

Miss Lavinia Goodell furnishes, in the Chicago *Legal News*, a critical review of the reasons assigned by Chief-Justice Ryan for denying her application to practice law in the Supreme Court of Wisconsin. "The common law," said the learned Judge, "has always excluded women from the bar, ever since courts have administered the common law." To this Miss Goodell replies :---

"This is the commonly-received doctrine; but is it correct? Common law consists in immemorial usage, and is defined in the decisions of the courts and in some declaratory statutes. Has common law always or *ever excluded* woman from the bar? *Never* because until within a few years, in America women have never applied for admission. And now, when they have applied, under statutes making no express provision for the admission of woman, the weight of authority is in favor of their admission. That by immemorial usage, women have not studied law and applied for admission to practice, makes no common law against their admission."

The Calcutta *Statesman* says :—

So far back as 1854, Colonel Cotton called attention to the fact, that we might manufacture sea water salt of the greatest purity in any quantity, at a cost of abont *four annas per ton.* But there is no one in the Indian Government who seems to think it incumbent upon him to inquire into the matter. Colonel Cotton's suggestions were brought prominently to the notice of Government by us several years ago in the *Indian Economist*, and we would again call attention to them. We are importing from 250,000 to 300,000 tons a year of Cheshire salt, at a cost of about 30s. to 35s. per ton; while Colonel Cotton insists that we may manufacture it upon the spot in any quantity, and of the purest quality, *for a few annas a ton only.* Now, if this be true, we are needlessly throwing away every year £300,000 to £400,000 upon the import. Colonel Cotton tells us that the native mode of manufacturing, in which we were engaged, was open to the same objections as many other of their operations, viz. that they are carried on upon too small a scale, and without capital. We think it impossible to conduct the manufacture, except on the lowest lands, upon the sea-level. The expense of raising the sea-water and conveying it some distance inland to proper reservoirs precluded the people from attempting it, although liable to have their whole desposits detroyed by floods, with the pans at sea-level.

Now, that the Sultan seems to have retired from playing a prominent part in European poiltics, it may be as well to give the following sketch of his career up to the present moment :—

"Abdul Aziz Khan, Sultan of Turkey, was born. February 9, 1830, being the second son of the Sultan Mohmoud Khan, who died in 1839, and brother of the late Sultan Abdool Medjid, on whose death, June 25, 1861, he ascended the throne of the Ottoman empire, according to the custom which prefers a brother to a son as heir. He has much stronger military tastes than his predecessor. His Government succeeded in raising several loans in the London money market, for the avowed object of reforming the finances of the empire; but whether these reforms are real or illusory, time alone can prove. One of the most troublesome questions that for some time affected the interests of the Porte, arose out of the scheme of M. de Lesseps, for the formation of the Suez canal, as the Emperor of the French gave a decision in favour of the Company against the Viceroy of Egypt, by which the suzerainty of the Porte was virtually ignored, and its claim therein imperilled for the future. The Sultan, who has concluded treaties of commerce with France and England, visited the exhibition at Paris in July, 1867, landed at Dover July 12, and was enthusiastically received in London. The Sultan's Government was greatly disturbed by the insurrections in Crete, which were fomented by Greece; but peace was ultimately restored at the close of the year 1868."

We take the above from the *Bombay Gazette.*

The *Celestial Empire* says :—

"We hear privately from Peking that Sir Thomas Wade is preserving a very unconciliatory attitude towards the Chinese Government, persistently declining te enter upon any cordial intercourse with the Ministers until the Yunnan outrage is satisfactorily atoned for. It is stated that the Flying Squadron's visit to China has a *specific* object in view; and the Minister is otherwise strongly supported. The present position of Germany towards Peking, too, in no way detracts from the stability of our own pretensions. Meanwhile Prince Kung is said to be utterly demoralised with all these anxieties and complications, and it is reported that the disasters of Tso Ts'ung-tang have had such an effect upon His Imperial Highness's system that he has not been visible for forty days."

The *Penang Gazette* of the 13th May, publishes intelligence from Acheen to the 9th May, and the news is not favorable for the Dutch :—

"It is true, says the *Gazette*, that the reports, spread by natives, are generally absurdly exaggerated, nor are we convinced that Syed Abdulrahman will meet with the support which his partisans would fain see him acquire. Yet the spirit of resistance is far from broken, and the Achinese have again given proofs of their determination to continue the war. They lately attacked the Dutch at a fortified camp, near Oleyley, the thriving port of Acheen Besaar. They were speedily repulsed, but not before they had killed 2 Dutch officers and 4 or 5 privates, besides wounding several of their enemy. The Achinese loss was heavy; they left a dozen killed on the field. There have been heavy rains at Acheen, which have caused serious damage."

Tunku Payah, well known at Penang, one of the foremost champions of the independence of Acheen and a warrior of great renown, left Penang a few days ago for Acheen, in order to take part in the war.

The *Cape Argus* has been informed that the value of the diamonds exported from the Cape last year amounted to about two millions sterling.

The *Pioneer* hears that Mr. George Adams, the well-known London sculptor, has been consulting with the Master of the Mint about a new design for the rupee. This means, of course, that *Imperatrix Indiæ* is to be stamped on our coinage, and not that a new rupee is to be invented which, *Dei Grat ia*, shall be worth two shillings sterling.

One of the chief attractions in the Philadelphia Exhibition is one million of money, in gold. For it is said that no millionaire has ever yet seen one million of money, all at once, displayed before his eyes. A bank cashier alone may have seen such a sum. Philadelphia is to show this wonder, this monster, this idol, the cause of so much joy, so much pleasure—so much sorrow, so much evil, sin, and crime.

The extent of coffee cultivation in Wynaad has increased from 7,275 acres in 1860-61 to 32,180 acres in 1874-75. The total value of the land under cultivation is £965,430, and the amount expended annually in coolies' wages alone is £182,500; other expenses in connection with cultivation, carriage and shipment of crops, amounting to £100,000. There are altogether 117 European planters, 16 of whom are in North Wynaad, 74 in South Wynaad, and 27 in South East Wynaad. The total revenue of the Wynaad Taluq from all sources has increased from Rs. 2,00,886-2-3 in 1871-72, to Rs. 2,31,971-10-9 in 1874-75.

The following instance of legal injustice is taken from *Indian Public Opinion*, published at Lahore :—

"Another victim has fallen to our legal system. It may be remembered that some years ago we greatly interested ourselves in the case of Jia Chand, son of Gouri Shah of Batala, who from a state of great affluence fell into beggary in consequence of an execution of decree, now admitted to have been obtained or carried out in an improper manner. Mr. Boulnois to his credit be it said, seemed to take an interest in the matter, but nothing could be suggested beyond an appeal to the Privy Council, and to do this Jia Chand had not the means. He died a few days ago of starvation at Umritsur, whilst his brother wandered disconsolately about to beg for a sufficient loan or gift to buy the wood wherewith to burn the dead body. The brother now constantly passes and repasses the houses and the property, of which law, which is not justice, has deprived him, and we trust that he feels the advantage of his rights having been sacrificed to technicality and routine, the combination of which is sometimes synonymous with the "impartial adminstration of British justice."

In the 'agony column' of a recent issue of the *Times* appeared the following :—

'Apology.—The gentleman whose hat was knocked off in the Regent's Park on Saturday, 22nd April, is earnestly requested to send his name and address in order that a full apology, &c. may be at once offered. Address——.

The humble apologist is not likely to be disappointed, if it be true, as the postmen declare, that he has already had a thousand applications for his truly Parisian request.

Says the *New York Times* :—

"Michael Gelgiman, a well-known sneak thief residing in Elizabeth, N. J., has been discovered in the act of attempting to rob the money drawer in Jackson's saloon, near the Singer Sewing Machine Works. He ran into the street, and was chased by an officer, who pursued him closely for several blocks. The thief ran down to the foot of Trumbull Street, and darted into the mouth of a large sewer, which empties into the river. The officer procured a lantern and followed him for a short distance, but was finally so much overcome by the gases and offensive odours that he was compelled to retrace his steps. In the meantime Gelgiman, who had seen the gleam of light from the lantern in the hands of the officer, crawled into one of the branches connecting with the main sewer, and made his way to a man-hole, through which he hoped to make his escape, but he found he could not climb up the sides of the man-hole. After wasting his strength in desperate but ineffectual struggles to release himself, his agony became intensified on finding that the tide was rapidly rising. The water rose until it reached his breast, and he was nearly suffocated by the fetid atmosphere which he was compelled to breathe. He could hear only faintly the noise of traffic in the street above, and he shouted while a particle of strength remained, but his voice could not be heard. When the water receded he renewed his struggles until he fell fainting and completely exhausted into the mud and filth with which the bottom of the sewer was covered. His face came in contact with some water flowing through, and this seemed to revive him. Then he began to crawl backwards, and his utter despair produced a feeling of desperation, which imbued him with a new strength, and he continued this desperate struggle, until he found himself against the mouth of the main sewer. He fell unconscious on the sandy shore, where he was discovered-by some passers-by, who rendered him assistance. He was in a horrible condition. The flesh was worn off his fingers, and the nails had almost entirely disappeared. His hands and knees were Cleeding, and in some places the bones were exposed. His head was one mass of bruises where it had come in contact with the brick walls, and his clothes were torn into shreds. He was covered with dirt and filth from head to foot, so that he bore only a slight resemblance to a human being. He had been in the sewer three nights and nearly three days, but they seemed to him to be months. Gelgiman was taken to the police headquarters, and thence removed to the almshouse for medical treatment. Being a man of unusually strong constitution, he may recover from the effect of his forced imprisonment, but it is considered very doubtful. As it is thought he has been sufficiently punished already, the charge of larceny will not be pressed against him.

In view, perhaps, of Russia's rapid advance to the East, the military arrangements in India are being perfected in the best way possible. The Secretary of State for India has notified that the necessary machinery and appliances for the manufacture of 9 pounder Hales war rockets at the rate of 300 per month, will be supplied to India. The Machinery when received, is to be fitted up in the existing factory at Dum-Dum, where, it is thought, there is sufficient space available for the purpose, with the exception of the rocket and pellet machines which, from the nature of the work carried on, will necessitate a separate building for each.

A letter from Mustung to the *Bombay Gazette* says that the Khan of Khelat declines positively to come and meet with Major Sandeman at Mustung. He is also far from pleased with the conduct of Major Sandeman in having treated with his recusant Sirdars behind his back. He looks upon Major Sandeman as a *chota sahib*, and says he will hold direct "communication with the Sirkar whose *pattawalla* he professes to be." He expects the British Government to aid him with money and arms as they have done Shere Ali, if he is required to restore order in Khelat.

The anniversary of the terrible accident to the three aeronauts in the great balloon, the *Zenith*, which caused such general consternation and regret, throughout Europe, just a year ago, had been marked by the occurrence of a similar catastrophe; the *Nord*, a fine balloon, manned by the well known aeronaut, M. d'Artois, and two other gentlemen, having capsized in a gale, throwing out the three passengers from a height of 100 feet. They have all broken limbs; and the life of one of the party is in danger.

In connection with the Princess of Wales going out to meet her husband, says the *Bombay Gazett's* London correspondent, I may mention a circumstance which may occasion some surprise. Her Royal Highness asked the Queen for permission to sleep at Osborne on the Wednesday night rather than have to stay at Portsmouth, But Her Majesty refused her permission and advised her to apply to the Admiralty for the use of one of the yachts. This was done and the Enchantress had to be hurriedly prepared with sleeping accommodation for the Princes's and her children.

An Ottawa paper says that Mr. G. P. Drummond, of that city, has forwarded a new type-setting machine of his own invention to the Philadelphia Exhibition :—

"Mr. Drummond has been engaged for some years past in bringing his invention to perfection, and about seven months ago he commenced making the present machine. It is a handsome piece of workmanship, being made of polished steel and iron, with brass finishings. The principle is an entirely new one, the machine being worked by combination keys and an electric battery. It will set very rapidly from undistributed type, in accordance with the skill of the operator. The mechanism is simple, the type being controlled by five or ten keys, either of which numbers are sufficient to reach the different letters of the alphabet. The art of operating, it is said, may be acquired very easily.

The invention has been patented in Canada, the United States, and the principal countries of Europe.

KHANATE OF KHOKAND.

(*The Times.*)

Mr. BAILLIE-COCHRANE, in calling attention to the occupation by Russia of the Khanate of Khokand, said that on one point there would be a cordial agreement—that the interests of India and the interests of England were identical, and that anything which tended to weaken us in India ought to be carefully watched. The House would agree with him that there was only one Power we had to consider when the question of India was discussed. Germany, France, and Italy had no interests in India, while Persia and Afghanistan were only of importance by relation to ourselves. There was but one Power to which we had to look, and that was Russia. The wild nomad tribes of Turkestan looked to the North and saw a colossal Power sweeping down, conquering their independence—sometimes advancing slowly, as in 1836, and sometimes with great rapidity, as in 1875 and 1876, but always continuously. If they looked to the South they saw another great Power, not so much distinguished for its military strength, but which was mistress of the seas. That great Power had marched on until she had arrived at the Indus and reached the foot of the Himalayas, while the wild tribes of Turkestan looked forward with the greatest interest and anxiety to a time when these two great Powers should be in presence of each other. No one would dispute the progress of Russia in Central Asia, but that progress was differently regarded by two schools of thought in England. One of those schools was represented by the hon. member for Kirkcaldy, (Sir George Campbell) and included men of the greatest ability and knowledge of India. They viewed the progress of Russia without alarm, and looked forward to a time when Russia should advance her frontier to the foot of the Himalayas. They regarded Russia as a civilizing Power, and thought it better that the wild tribes of Turkestan should be conquered by Russia, and that there was less chance of disagreement when these two great Powers joined their frontiers than at present. There was, however, another school who thought very differently, and he would endeavour to represent their views. They regarded with the greatest anxiety the progress of Russia in Central Asia, and, without anticipating a time when Russia should either couquer India or attempt to do so, saw the danger of this constant approach towards our Indian frontier. When the frontiers of two great Powers like Russia and England were contiguous great armaments must be kept up, because that very contiguity necessarily led to an increase in the means of defence by both. The great desert which fomerly separated Russia from our Iudian possessions was the greatest possible protection to us. It represented the Channal between England and the Continent, and enabled 60,000 troops in India to govern and control 200,000,000 people. This class of politicians anticipated a time when, if Russia advanced any further, we should be compelled to keep three times our present force in order to occupy the position we now hold. This must be admitted to be at least a plausible view. He did not imagine that a great Power like Russia would come down upon our Indian Empire without notice; but in the event of a European war the contiguity of the two frontiers would render it necessary to keep an enormous force in that country. Had anything changed since 1869? Russia had advanced since that time 1,000 miles towards our Indian frontier, yet her advances had attracted so much attention in Europe that Lord Clarendon wrote, on the 27th of March, 1869, to Sir A. Buchanan :—

"Unless stringent precautions were adopted, we should find before long that some aspiring Russian General had entered into communication with some restless or malcontent Indian Prince, and that intrigues were rife, and disturbing the Indian population on the frontiers, against which Her Majesty's Government would have a right to remonstrate with Russia; and it was in order to prevent such a state of things, which might endanger the good understanding which now existed, not only on this but on all other questions, between England and Russia, that I earnestly recommend the recognition of some territory as neutral between the possessions of England and Russia, which should be the limit of those possessions aud be scrupulously respected by both Powers. Baron Brunnow appeared to think that this would be a desirable arrangement, and promised to make a report of my suggestion to his Government. His Excellency called upon me this morning, and had the goodness to leave in my hands the copy, herewith enclosed, of a letter from Prince Gortchakoff, giving a positive assurance that Afghanistan would be considered as entirely beyond the sphere in which Russia might be called upon to exercise her influence. Prince Gortchakoff replies,—'The idea expressed by Lord Clarendon of keeping a zone between the possessions of the two Empires in Asia, to preserve them from any contact, has always been shared by our august master."

Lord Clarendon, subsequently writing to Mr. Rumbold, said :—

"It was thought advisable to propose that the Upper Oxus, which was south of Bokhara, should be the boundary line which neither Power should permit their forces to cross. This, I said, would leave a large tract of country apparently desert, and marked on the map before us as belonging to the Khan of Khiva, between Afghanistan and the territory already acquired by Russia, and, if agreed to would, it might be hoped, remove all fear of future discension."

Sir A. Buchanan, writing in July, 1869, and giving an account of his interview with the Emperor, represented to His Majesty that while India and Russia remained as they are the good understanding which happily existed between the two countries would not be disturbed, but that the number of persons in England who were interested in the prosperity and transquillity of India was very great, and that in the event of a conflict between Russia and Afganistan, or of the entrance of Russian troops into provinces bordering India, public opinion might be so excited that Her Majesty's Government might be obliged to take measures to satisfy it entirely inconsistent with the views they at present entertained,

"The Emperor answered that he quite understood this, and it was only natural, but there was no probability of any event occurring to create such a state of feeling as that to which I had alluded, for I must know that he had no ambitious views, and that he had been drawn by circumstances (*'que nous avons ete entraines'*) further than he had wished into Central Asia."

Lord Clarendon, writing to Sir A. Buchanan on the 3rd of September, said that Prince Gortchakoff told him the Emperor considered—and the Prince entirely shared His Majesty's opinion—that extension of territory was extension of weakness, and that Russia had no intention of going further south. No attack on India would then have been possible, but since the railways had been opened to Orenburg and Samarkand a force of 300,000 or 400,000 would supply the place of a much larger army. Writing on the 3rd of September, 1869, Lord Clarendon said :—

"Prince Gortchakoff said the Emperor considered, and he entirely shared His Majesty's opinion, that extension of territory was extention of weakness, and that Russia had no intention of going further south. It was satisfactory, I replied, to learn that the Emperor had arrived at such a sound conclusion respecting the interests of Russia, but that when I considered the rapid advances of Russia and her great organization of territory within the last five years, it was impossible to doubt that her army had been impelled forward either by direct orders from St. Petersburg, or by the ambition of Generals in disregard of the pacific intentions of the Emperor."

They had, therefore, to do not only with the Emperor of Russia, but also with the army, and throughout the correspondence they would find that the Emperor said he was against advance and annexation. But then the Generals advanced in spite of the Emperor and without any apparent authority to do so; and it was found that when those Generals returned to St. Petersburg they were invariably received with respect and honour; they were decorated, and every approval was apparently given to their conduct. That was a fact which ought not to be lost sight of in considering this subject. The Emperor was most pacific in his tendencies, but they knew what had happened since 1869, notwithstanding those pacific tendencies. Lord Clarendon in the same letter continued :—

"I pointed out the various acquisitions of Russia, and the dates at which they were made, adding that, Russia being now in possession of Samarkand, Bokhara was completely in her power, to which his Excellency assented; and that the next step onwards would probably be to Balkh, which could be of no use to Russia except for purposes of aggression; and that on the Hindoo Koosh the British possessions might be viewed as a traveller on the summit of the Simplon might survey the plains of Italy. The only apprehension we had was, I continued, that the nearer approach of the Russians and intrigues with native Chiefs might keep the Indian mind in a ferment and entail upon us much trouble and expense, all of which would be avoided by a clear understanding with the Russian Government, by which a neutral ground between the possessions of the two countries might be established. Prince Gortchakoff replied that he could take no exception to anything I had said, and particularly with regard to the military commanders, who had all exceeded their instructions in the hope of gaining distinction."

Now let the House consider what had been the proceedings of Russia since 1869. In that year General Forsyth, an officer of distinction, was sent to Russia, and the most positive assurances were given to him that no further advances would be made by Russia in Central Asia. But two years subsequently, when Samarkand was occupied it was distinctly stated that Russia preferred to give it up. Agáin, in 1873, the present Russian Ambassador was sent on a special mission, and it was stated that there was no intention of occupying Khiva, that the object in view was to punish certain troublesome tribes, but what was the result? Khiva was occupied then and was occupied still, and this very year they found thatRussia occupied the Khanate of Khokand, and incorporated it with its own territory. (Hear, hear.) So much for promises and pledges, so much too for a neutral zone. He would ask the House whether they did not consider that our rule in India was one of *prestige*. In the admirable biography of Lord Macaulay which had recently appeared, it was stated that the first observation Macaulay made when he landed in India was that he had arrived in a country where he found that our power depended upon our *prestige* of being a nation of warriors. Was it or was it not the case that we had lost *prestige* in India? He ventured to say, and he had heard from those who had recently come from Central Asia, that the opinion is gaining ground that England is losing influence and power, and that the only Power certain to advance was Russia. What said a high authority, Lord Napier, in another place? He said :—

"He should never forget the painful impression with which he once heard the expression of a Russian diplomatist and statesman upon that subject. In conversation with him upon certain political eventualities which seemed to be impending, he (Lord Napier and Ettrick) said that in such eventualities the resistance of the English Government might be expected. "The Russian statesman replied in deprecation and surprise, Resistance, my lord, is a word which no longer exists in the political vocabulary of England." If such an impression existed in the mind of a Russian statesman might it not exist also in the minds of the ill-informed and easily-deluded classes of our Indian fellow subjects?"

(Hear, hear.) He could quote from many Russian newspapers and other documents to show the hostile feelings which existed towards England, but he would content himself with a few extracts. One Russian paper said that Russia looked upon the successive territories annexed as stations in their march towards India—stations where they could rest prior to further advances. M. Terentyeff says :—

"Our Central Asia possessions serve only as an *etape* on the road to further advance, and as a halting-place where we can rest and gather fresh strength. . . . . Russia has been permitted to make vast headway, and is likely not to miss profitting by the opportunity."

M. Ferrier writes :—

"Herat and Kandahar once in the hands of the Russians, they could become the arbiters of the various and conflicting interests of Central Asia, and could unite them all in her own favour. The very presence of the Russians in that country would of itself immediately create a hostile feeling among the native population."

They saw what strides Russia had made within four years. Did they think she would be content with those advances? (Hear, hear.) Were they or were they not prepared to allow Russia to occupy Kashgar? On this subject Mr. Frederick von Hellward, who had written on the subject of Russia in Central Asia, said :—

"The circumstance that the influence of Russia is daily increasing, while that of England is declining, and that England is thus quietly being lifted out of the saddle, appears to us fraught with serious consequences in the proximate future. The British statesman ought to have foreseen this peril and nipped it in the bud, and to have placed in the very beginning a veto on the extension of Russian power in the East."

Again Vambery said :—

"If the Russian diplomatists can persuade the English that the possession of Khiva is only provisory, it will be an easy thing for a Russian army to march on Afghanistan at a time when Great Britain is standing unprepared. I do not mean to say that Russia designs any surprise, and that England has generally to fear such an attack. No, the result of this chessmove will only be that Russia will arrive sooner in the true arena of subsequent events, and this precedence must not be allowed on the part of England. And, again, it is no longer asserted that the two great European Powers in Asia are only rivals in the field of geographical discovery, commerce, and Western culture. It is now confessed that a contest for supremacy is here involved, and indeed, that a vital question is at stake."

(Hear, hear.) In 'Clouds in the East,' a work written by the same author he found recorded a conversation with Alayer Khan, who said :—

"Ten years ago the Russians were a long way off; where are they now? They are at Samarkand, they are at Khokand and Bokhara is really theirs whenever they like to take it. The English told them they were not to take Khiva, and they took it. Now they are on the Oxus. They will come to Merv, they will be at Herat. And do you think the people you have conquered in Hindootan will be as quiet as they are now with the Russians at Herat?"

It was important to bear in mind that from Merv to Herat there was water carriage, and also that between the two points there was a mail road, along which troops could make the journey from place to place in not more than four days. It was not long since a traveller had a conversation with the Khan of Khiva on this very subject, and the Khan, referring to the advances that were being made in the direction of the British frontier, expressed his wonder at the apathy of the British Government, and also his conviction that whether it was or was not distasteful to the English people, they would speedily have to fight if the existing state of things was allowed to continue. The opinion of Lord Palmerston on a question of this kind would be received with consideration by the House, and he would therefore read an extract from a letter which in 1847 the noble lord addressed to Lord Russell :—

"A Russian force in occupation of Afghanistan might not be able to march on Calcutta, but it might convert Afghanistan into the advanced post of Russia, and whatever Hardinge may say of the security of the rest of our frontier, you would find in such a case a very restless spirit displayed by the Burmese, by the Nepaulese, and by all the unincorporated States scattered about the surface of our Indian possessions. These things would lead to great expense, require great efforts, and might create considerable damage. It is as well that we should be able to defend India in Asia, as well as in Europe."

The hon. gentleman the member for the Elgin Burghs had given much attention to this subject, and he had recently published a very interesting book of travels in which he spoke out distinctly his views in reference to the question, views which differed somewhat from those he had formerly expressed. The hon. gentleman said :—

"Unless diplomacy keeps the Russians away from Merv we can take up no attitude in those countries except one," and, he added, "any aggression on the dominions recognized as those of Shere Ali means war with England."

(Hear, hear.) On the same subject Lord Derby addressed a speech to the House of Lords in 1874, in which he said :—

"To maintain the integrity and the territorial independence of Afghanistan, in our judgment, is and ought to be a most important object of English policy, and that any interference with the independence of Afghanistan would be regarded by Her Majesty's Government as a very grave matter, requiring their most serious and careful consideration, and as one which might involve considerable danger to the peace of India. I think if such an interference were to occur, to put it mildly, it is highly probable the country would interpose."

It was not wished by any one that disturbances or misunderstandings should arise between this and any other country on the subject he was bringing before the House, and it was in order to diminish the possibility of any such event that he wished the country to inform itelf upon the question. He for one had no doubt of the sincere desire of Russia to advance the cause of civilization in every way, but he could not help feeling that every step made by Russia towards the British frontier tended to create a feeling of uneasiness, and he therfore hoped that Russia would desist from proceedings which, justfiable in the abstruct, might produce needless complications in the future. He did not pretend to say whether it was or was not the intention of Russia ultimately to attack the possessions of England, but he thought it highly important that the advancing tide of Russian influence in its approach to British India should be resisted. Thanking the House for having accorded to him a patient hearing on a not particularly interesting subject, the hon member concluded by moving. Address for copies of all correspondence between Her Majesty's Government and the Russian Government respecting the occupation by Russia of the Khanate of Khokand and of any reports by Captain Napier or other officers on the frontier States. (Cheers.)

The following telegraphic summary we take from the Dalies :—

CONSTANTINOPLE JUNE 2.

Abdul Aziz has addressed a note to Murad Effendi, in which he renounces the throne of Turkey.

CONSTANTINOPLE JUNE 3.

The manifesto of the new Sultan of Turkey has been issued. It reduces the civil list, and promises to relinquish the revenues from Crown property, to improve the finances and education, to reorganize the State Council and Ministry of Justice. It instructs the Ministry to devise a form of government most suitable to all the subjects of the Ottoman Empire, in order to secure the liberty of everyone alike, and it hopes that the bonds of friendship now subsisting between the empire and the great Powers will be drawn still closer together. The manifesto finally proclaims the accession of Murad Effendi to the throne of Turkey by the will of God and the will of the nation.

ACKNOWLEDGEMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
D. Krishtna Rao Esqre., Daraparam Taluq ...	1	4	0
C. Moothooswamy Naidu Esqr., Secundrabad ...	2	8	0
Gopaldas, Esqr., Engineering class, T. C. E. College, Roorkee ...	0	14	0
S. Anund Rao Esqr., Mangalore, South Canara ...	5	0	0
P. Govind Charry Esqr., Palur Taluq, N. Arcot Dist.	5	0	0
K. Varaha Charry Esqr., Chedambram	5	0	0
Acharatlal G. Jhaveri Esqr., Broach	5	0	0
Ganpatram Jebai Thakar Esq., Broach	5	0	0
Vanaikrao Gunesh Datar Esqr., Poona	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

করিয়াছেন যে, ইউরোপের মধ্যে যে সমুদয় প্রধান রাজ্য আছেন তাহারা পূর্ব্বে যেরূপ তুর্কির প্রতি আত্মীয়তা দেখাইতেন এখনও সেই রূপ আত্মীয়তা দেখাইবেন।

বোধ হয় এ যাত্রা তুর্কি রক্ষা পাইল। তুর্কি বিপদাপন্ন হইলে ইউরোপের অনেকের জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হয়। অষ্ট্রেলিয়া, জর্ম্মেনী, রুশিয়া মনে২ স্থির করেন যে ইহারা তিন জন উহা পোলাণ্ডের ন্যায় ভাগ করিয়া লইবেন। ইংলণ্ডও বোধ হয় লুণ্ঠনের মধ্যে থাকিতেন। ফ্রান্স সহসা কোন বিবাদের মধ্যে বোধ হয় যাইতেন না। তুর্কির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইহারা মনে বোধ হয় অতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন।

খেলাতের খাঁর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে পূর্ব্বে এই রূপ রাষ্ট্র হয়। এখন শুনা যাইতেছে তাহা নহে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত কর্ম্মচারী খাঁকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। খাঁর অধীনে যে সমুদয় সর্দ্দারেরা আছে তাহাদের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত কর্ম্মচারী মেজর স্যাণ্ডিম্যান খাঁর সঙ্গে পূর্ব্বে দেখা না করিয়া তাহার শত্রুদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আত্মীয়তা করেন। খাঁ ইহাতে বিরক্ত হন। মেজর সাণ্ডিম্যান খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি অভিমান করিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন না। তিনি মেজর সাহেবকে বলেন যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। বোম্বাই গেজেট সম্প্রতি তারে সম্বাদ পাইয়াছেন যে, খাঁ নাকি স্যাণ্ডিম্যান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এটী কত দূর সত্য সম্বাদ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে পূর্ব্বে যে রূপ সকলে অনুমান করিয়া ছিলেন যে খাঁর সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগ সহজে মিটিয়া যাইবে, এখন বোধ হয় তাহা হইতেছে না।

পেনাঙ্গের গবর্ণর জার্বিস সাহেব বিপদাপন্ন হইয়াছেন। আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণ আছে তিনি কিরূপে পিরাকের যুদ্ধের উৎপত্তি করেন। তিনি অনর্থক পিরাকের রাজাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে আর এক জনকে উপবেশন করান ও তাঁহার মনোমত একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া পিরাকবাসীদিগকে এরূপ ক্রোধান্বিত করেন যে তাহারা রেসিডেণ্ট সাহেবকে হত্যা করে। এই নিমিত্ত তথায় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধের উৎপত্তি হয় এবং এই যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ধনে প্রাণে রিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হন। এখনও এ যুদ্ধের শেষ হয় নাই। হাউস অব লর্ডসে জার্বিস সাহেবের বিরুদ্ধে তর্ক উঠিয়াছে এবং বোধ হইতেছে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন। গবর্ণর জারবিস পিরাকের রাজার উপর যেরূপ অত্যাচার করেন, লর্ড নর্থব্রুক মলহর রাওয়ের উপর প্রায় তাহাই করেন। যদি পিরাকের ন্যায় বরদায় যুদ্ধ উপস্থিত হইত এবং তাহাতে ইংরাজরা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন তাহা হইলে গবর্ণর জর্বিসের যে দশা হইবার সম্ভাবনা লর্ড নর্থব্রুকেরও বোধ হয় সেই দশা হইত।

জয়পাল নামক এক খানি নাটক আমরা সমালোচনের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদিও এ পুস্তক খানির অনেক স্থানে হেমলতার আভাস দেখা যায় কিন্তু ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা যে অনেক নৈপুণ্য ও চতুরতা দেখাইয়াছেন তাহার কোন ভুল নাই। এ পুস্তক খানি যিনি পাঠ করিবেন তিনি বিরক্ত হইবেন না। আমরা এ পুস্তকের সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্তু যত দূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ খানি মন্দ হয় নাই।

তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, তুরস্কের সিংহাসনচ্যুত সুলতান আত্ম হত্যা করিয়াছেন। কাঁইচি দ্বারা তিনি আপনার বাহুর ধমনী গুলি কাটিয়া ফেলেন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞাপন।

পাইকপাড়া নারসরি।

নিম্ন লিখিত এই সময়ের রোপণ যোগ্য বীজ সকল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে ডাক যোগে রওনা করিব। ২০ প্রকারের দেশী সবজী মায় ৫। ৬ রকমের শাকের বীজ ১৷৷০ টাকা, ২৫ রকমের বাগান সাজাইবার ফুলের ছোট বড় ও মাজারি লতা ইত্যাদির বীজ ২৷৷০ টাকা। গত সন অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। নানা বর্ণের বরিশার ডবল জিনিয়া ফুলের বীজ ফি প্যাকেট ৵০ আনা ইহাদের জন্য পেকিং খরচা লাগিবে না।

আমেরিকা হইতে নানা প্রকারের সবজির ফুলের, তুলার ও তামাকের বীজ আগামী আষাঢ় মাসে পৌঁছিবে। যাঁহাদের এই সকল আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উপযুক্ত সময়ে পাঠাইয়া দিব।

৩০ রকমের সবজির মায় ৫। ৬ রকমের কপির বীজ বিট পালন, মটর, সিম ইত্যাদি, পরিমাণ গত সন অপেক্ষা বেশি ৫৲ টাকা। ৩০ রকমের ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম পরিমাণ বেশী ৩৲ টাকা সিখাইলেও তুলার বীজ অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার ১৷৷ সের ছোট গল্ফ তুলার বীজ ১ সের নানা প্রকারের তামাকের বীজ ফি কাগজ ।০ আনা। ফল ও ফুল গাছ রোপণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। মূল্যের তালিকা আমার নিকট পাওয়া যায় যাহার যথার্থ গাছের আবশ্যক হইবে তাঁহাকে বিনা মূল্যে মাশুল দিয়া তালিকা পাঠাইয়া দিব।

৮ই জুন। নিত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নর্শরি কলিকাতা।

সংবাদ

—ইংলণ্ডের বড় ২ ঘরের কলঙ্ক সৌরব আজ কাল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। এক জন আর্লের কন্যা সংক্রান্ত ঘটনাটি লইয়া সকল অপেক্ষা বেশী গোলযোগ উপস্থিত। ইহার স্বামীও এক জন আর্ল। এই যুবতী স্ত্রী এক জন সামান্য ব্যক্তিকে লইয়া পালায়ন করেন। কিছু দিন হইল ইহার এক ভগিনীর নামে তাহার স্বামী বৈবাহিক সুত্র চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। ইহার আর এক ভগিনী অপর পুরুষকে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। অনেকের স্মরণ আছে যে, লর্ড এলেসফোর্ড নামক এক জন লর্ড তাহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষ হইতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। উপরে আমরা যে চারিটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিলাম ইহার মধেযিনি রাজবিচারে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর সঙ্গে বিছিন্ন হন তাহা ভিন্ন আর সকলেই এখন আবার সুখে সচ্ছন্দে পরিবার লইয়া বাস করিতেছেন। স্ত্রীর চরিত্রের দোষে তাহারা সমাজে কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই।

—এই বার বুঝি মাঞ্চেষ্টরবাসীরা গতাসু হন। বোম্বাইবাসীরা এ দেশে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের যত্ন করিতেছেন। আবার চিনেরা সংকল্প করিয়াছে যে, তাহারা কাপড়ের কল আনিবে। যখন ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে লাভ হইতেছে এবং উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তখন আসিয়ার অনেক স্থানে যে বস্ত্রের কল সংস্থাপিত হইবে তাহার কোন ভুল নাই এবং চিন ও জাপানবাসীরা যে অচিরাৎ ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্যতা দেখাইবে তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

—রৌপ্যের মুল্য ক্রমে মাটি হইয়া যাইতেছে, আবার সম্প্রতি জাপানে একটী রৌপ্য খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানে হাজার লোকে কাজ করিতেছে।

—চীন দেশে রাজ বিদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় ১৫০০টি নগর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে চিন দেশে একটী সম্প্রদায় হইয়াছে। তাহারা কেবল রাজ বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়া বেড়াইতেছে। চিনের অবস্থা দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে। চিনের দুই দিকে দুইটী প্রবল শত্রু। এ দিকে ইংরাজ ও দিকে রুশ। আবার তাহার উপর এই গৃহ বিচ্ছেদ। তবে উভয় দিকে দুই প্রবল শত্রু থাকার নিমিত্ত চিনের বিপদ অপেক্ষা সম্পদেরও অধিক সম্ভাবনা। রুশ ও ইংরাজেরা যদি ঐক্য হন তাহা হইলে চিনের বিপদ হইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় ইহাদের ঐক্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাদের যত দিন বৈরভাব থাকিবে তত দিন চিনের বোধ হয় কোন বিপদ হইবে না। রুশ আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা চিনের সাহায্য করিবেন এবং ইংরাজেরা আক্রমণ করিলে তাহার সাহায্যের নিমিত্ত রুশেরা অগ্রসর হইবে।

—আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, চিন দেশে আফিঙ্গের আবাদ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি চিন হইতে যে সমুদয় সম্বাদ পত্র আসিয়াছে তাহাতেও ইহার পোষকতা করিতেছে। চিন দেশের প্রধান২ রাজ কর্ম্মচারিরা যত্নপূর্ব্বক উহা আবাদের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাদের ইচ্ছা যে, ভিন্ন দেশ হইতে চিন দেশে যাহাতে আফিং আমদানি না হয় এরূপ করিবেন।

—সেকন্দরাবাদে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী দুই তলা বারিক প্রস্তুত হইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট সহসা এই গৃহ নির্ম্মাণ স্থগিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এখন বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেকন্দারবাদে প্রস্তর নির্ম্মিত বারিক প্রস্তুত না করিয়া উত্তর ত্রিকলঘাড়ী নামক স্থানে অশ্বারোহীদিগের নিমিত্ত যে ইষ্টক নির্ম্মিত বারিক প্রস্তুত হইতেছে সেখানে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে। সুতরাং সেকান্দরাদের গৃহ নির্ম্মাণ স্থগিত হইল এবং বোধ হয় এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনর্থক বিস্তর টাকাও ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনর্থক এই রূপ বৎসর২ যে ব্যয় করেন সে গুলি যদি এ দেশের উন্নতির নিমিত্ত ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে দেশের কত উপকার হইত তাহা বলা যায় না।

—ফারাসী অধিকৃত পণ্ডিচারিতে এক ব্যক্তি মৃত্যু কালে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের হস্তে তিন লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। পণ্ডিচারির কোন মঙ্গল উদ্দেশে ইহা নিযুক্ত হয় দাতার এ রূপ অভিপ্রায়। তথাকার অধিবাসীগণ ইহা দ্বারা সেখানে ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করা যায় এই রূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উক্ত অর্থ দ্বারা একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রেলওয়ে দ্বারাও দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। এ দেশে এ রূপ দান করার প্রথা নাই। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, পুত্র সন্তান না থাকিলে স্বর্গ হয় না। আবার মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারীর অভাব কোন কালেই হয় না, সুতরাং সাধারণের উপকারের উদ্দেশ্যে প্রায় এ রূপ দান সম্ভবে না। আবার এ পর্য্যন্ত যে দুই এক জন দান করিয়া ছিলেন তাহা এক রূপ ভস্মে ঘৃত আহুতি প্রদান করা হইয়াছে। প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের টাকা গুলি দ্বারা দেশের কত উপকারই হইত এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের টাকা গুলি দ্বারা ও দেশের কত মঙ্গল সাধিত হইত! প্রেমচাদ রায় চাদ যদি গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা গুলি অর্পণ না করিতেন তাহা হইলে ইহার এরূপ দুর্গতি হইত না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ইহা দ্বারা প্রকৃত দেশের কোন উপকার হয় এবং ইহার এরূপ অপব্যয় দেখিয়া তিনি মনক্ষুন্ন হন, কিন্তু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এক জন বিখ্যাত লোক, তিনি কি রূপে তাঁহার টাকা গুলি এই রূপ দান করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন?

—এ দেশীয় লোকদিগকে অনেকে গড্ডালিকা প্রবাহবৎ বলিয়া তিরস্কার করেন কিন্তু শুদ্ধ এ দেশীয়েরা গড্ডালিকা প্রবাহবৎ নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই এই রূপ গড্ডালিকার দল আছে। যত দিন বিদ্যা বুদ্ধির ইতর বিশেষ থাকিবে তত দিন এই রূপ দলের বিনাশ হইবে না। ইংলণ্ডে এবার এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি লইয়া কি গোলযোগই উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডেষ্টন ও ডিসরেলিতে এবার ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছে। গ্লাডেষ্টন অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ কিন্তু ডিসরেলি বিচক্ষণ এবং তিনি জানেন যে যাহার মানসিক বল আছে তাহাকে কোন ক্রমেই অপদস্থ করা যায় না। তিনি জানেন যে, এই বল থাকার নিমিত্ত বিসমার্ক এবং রুশ মন্ত্রী এ রুশ আধিপত্য করিতেছেন এবং যত দিন তাঁহার এই বল থাকিবে তত দিন গ্লাডেষ্টন তাহাকে কিছু করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের এই মানসিক বলের উপর নির্ভর করিয়া মহারাণী বিকটরিয়াকে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি যে এই প্রস্তাব করিয়াছেন আর ইংলণ্ডের মধ্যে প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত হইল। অনেকে ভাবিলেন যে, বুঝি এই ঝটিকাতে তাহাকে উৎপাটন করে, কিন্তু তিনি অটল শৈলের ন্যায় সাগর কুলে দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বাত্যার ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি জানেন যত দিন তাহার মানসিক বল থাকিবে তত দিন তাঁহার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং কেবল এই মানসিক বলের নিমিত্ত তিনি এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন। পার্লিয়েমেণ্টের সভ্যেরা তাহার শক্তি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি যে দিকে জয়স্তু বলিলেন, সকলে সেই দিকে জয় বলিয়া উঠিলেন। ইংলণ্ডবাসীরা নানা স্থান হইতে পূর্ব্বে উপাধি গ্রহণের প্রতিবাদ করিতে ছিলেন, এখন এ স্রোতের গতিও তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন আবার এম্প্রেস উপাধি লইয়া লোকের মধ্যে উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা এখনও বটে এ দেশীয়দের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বোধ হয় সত্বর উহা পরিবর্ত্তিত হইবে।

—ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সাধারণ উপাসনা মন্দিরের সংখ্যা প্রায় ১৯হাজার হইবে। এতদ্ভিন্ন সেখানে অন্যরূপ প্রায় ২৮ হাজার উপাসনা আলয় আছে। খৃষ্টানদিগের ভিন্ন২ সম্প্রদায় আছে। মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের সংখ্যা ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বৎসর২ প্রায় সাড়ে চারি কোটী টাকা দান করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন চাঁদা প্রভৃতি দ্বারা বৎসর ৪ কোটী টাকা সংগৃহীত হয়। বাইবেল মিশনারি সোসাইটী প্রভৃতি দ্বারাও বিস্তর উপার্জ্জন হইয়া থাকে। সর্ব্ব সমেত এখানে বৎসর ১৬ কোটী টাকা ব্যয় হয়। অথচ দুষ্কর্ম্মে ইংলণ্ডে অপর দেশ অপেক্ষা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ না হউক, ন্যূন নহে, ইংরাজ জাতির ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষা অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবৎ, দেব ভাব অপেক্ষা আসুরিক ভাব তাহাদের প্রবল, আবার ইংলণ্ডে বৎসর২ সহস্র২ লোক অনশনে ও শীতে প্রাণ ত্যাগ করে।

—নেপল্‌সের এক খানি সম্বাদ পত্রে সার সালার জং সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। 'আশিয়া নামক জাহাজ অদ্য এই বন্দরে উপনীত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদের আর্কিটং মন্ত্রি এবং বিখ্যাত জেনারেল নবাব সার সালার জং বাহাদুর এই জাহাজে আরোহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। নবাব সাহেব এখানে তাহার অমাত্যবর্গের সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ করিয়া গ্রাণ্ট হোটেল নবাইল নামক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার সঙ্গে প্রায় ৬০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই বাটী ভারতবর্ষে। সকলেই উজ্জ্বল ও রঞ্জিত ভূষণে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে গমন করিতেছেন। পথের মধ্যে নানা স্থান হইতে ইনি বিবিধ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এডেনে এক জন আরব ইহাকে দুই শত মেষ এবং অন্যান্য নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য উপহার প্রদান করেন। তিনি যে জাহাজে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কাজ করে তাহাদের সকলকেই তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ক্যাপ্‌টেনকে বহু মুল্যের একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার জাহাজ যে এই বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে আর দুর্গ হইতে সম্মানসুচক তোপ ধ্বনি হয়। বন্দরের আডমিরাল তাহার গ্রাণ্ট ইউনিফরম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নেপলসের বাইস কনসলকে সঙ্গে করিয়া সার সালার জঙ্গের জাহাজে উপস্থিত হন এবং নবাব সাহেবকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আইসেন। তিনি যখন কুলে উপস্থিত হইলেন তখন আবার তোপ ধ্বনি হইল। অপরাহ্নে এখানকার প্রধান২ ব্যক্তি ও রাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। সার সালার জঙ্গের সঙ্গে পোপ দেখা করেন এবং তিনি ও তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন। তিনি ইংলণ্ডের যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন তাহার তিন মাসের ভাড়া ১৪ হাজার টাকা। ইহাতে ৪০ টি কুঠরি আছে। যুবরাজের সম্মানার্থে লণ্ডন নগরে যে ভোজ হইবে তাহাতে তাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টরের চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃকও তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

—লণ্ডনের কোন মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে সুরাপানে উন্মত্ত হওয়া অপরাধে এক জন বিবাহিত স্ত্রীলোককে পোলিস উপস্থিত করেন। মাজিষ্ট্রেট ইহাকে ২০ টাকা জরিমানা করেন। ইহার স্বামী এই জরিমানার টাকা প্রদান করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে বলে যে, সে তাহার স্ত্রীর মদ পান করিয়া মাতলামি করার নিমিত্ত গত তিন বৎসরে ২৫০০ টাকা দণ্ড দিয়াছে। যখন যুবরাজের হিন্দু পরিবারে প্রবেশ করা লইয়া এদেশে ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন লিবারপুল হইতে এক জন ইংরাজ আমাদিগকে সাবধান করিয়া এক খানি পত্র লিখেন। আমরা এই পত্রের বিষয় আর এক বার উল্লেখ করিয়াছিলাম। পত্র প্রেরক আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন যেন, এদেশীয়েরা প্রাণান্তেও তাহাদের অন্তঃপুর প্রণালীর পরিবর্ত্তন না করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, যদিও হিন্দু অন্তঃপুরের পরিবার প্রণালীতে কোন কোন দোষ আছে কিন্তু ইহার অশেষ গুণও আছে। ইংরাজেরা স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিয়া যৎপরনাস্তি কষ্ট পাইতেছেন। তিনি ইংরেজ সমাজ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। স্ত্রী জাতিকে হিন্দুরা ভগবতী বলিয়া উপাসনা করেন, সুতরাং স্ত্রী জাতির কোন রূপ কুৎসা ঘোষনা হইলে হিন্দু হৃদয়ে বেদনা লাগে।

—পেসোয়ারে এক জন ডাক্তার সাহেব সস্ত্রীক একটী বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সহসা এই বাটীতে পতিত হয়। পতিত হওয়ার সময় ডাক্তারের স্ত্রী আহত হন। ডাক্তার সাহেব এই নিমিত্ত গৃহ স্বামীর নামে ৯৮৩০ টাকা ক্ষতি পূরণের দাবি দিয়া অভিযোগ করেন ও তিনি ৮২০০ টাকা ডিক্রি পাইয়াছেন। ডাক্তার কি হিসাবে গৃহ স্বামীর নিকট ৯৮৫০ টাকা পাওনা করিলেন তাহা প্রকাশ নাই। গৃহ ভগ্ন হইয়া কি কি বিষয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং তাহার মুল্যই বা তিনি কি রূপে নির্দ্ধারণ করেন এটি অবগত হইবার নিমিত্ত আমাদের অতিশয় কৌতুক হইতেছে। আমাদের পেসোয়ারের কোন গ্রাহক যদি আমাদিগের এই কৌতুক তৃপ্তি করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহার নিকট নিতান্ত বাধিত হইব।

—আমাদের পাঠকেরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, বারানসী মহারাজার মৃত্যুর সম্বাদ যে রাষ্ট্র হয় তাহা সম্পূর্ণ অমুলক। বারানসীর মহারাজা এক জন বিখ্যাত লোক। তাহার মৃত্যু হইলে এ দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইত না।

(গত ১লা জানুয়ারিতে বেঙ্গাল, বেহার ও উড়িষ্যায় ২৬৭ জন সিবিল সরবেণ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪ জন মাত্র এদেশীয়। অপর সকলই ইংরাজ ও বিদেশীয়। বাঙ্গলার সিবিলিয়ানের মধ্যে সুদ্ধ ৪ জন এ দেশীয় কার্য্য করিতেছেন, এবং সমস্ত ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষে বুঝি ৬।৭ জন এদেশীয় সিবিলিয়ান আছেন এবং ইহারই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কষ্টে অস্থির হইয়াছেন। সিবিল সরবিস সম্বন্ধে এবার যে নিয়ম হইতেছে তাহাতে বোধ হয় এদেশীয়দিগের আর ইহাতে প্রবেশ করিতে হইবে না। ইংরাজেরা নানা উপায়ে এদেশের অর্থশোষণ করিতেছেন কিন্তু রাজ কার্য্য গুলি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যেরূপ অবিচার করিতেছেন এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই করিতেছেন না। বাণিজ্য ব্যবসায় কর্ত্তৃক ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগকে অনেক পরিমাণে নিরন্ন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আমরা প্রকৃত তাহাদের অপেক্ষা ছোট হই নাই। যন্ত্রের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া তাঁতির অন্ন ধ্বংশ করা যদিও নিতান্ত সুবিচার নহে, কিন্তু ইহাতে তত অন্যায়াচরণ দেখা যায় না। যাহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে উৎকর্ষ করিয়াছে তাহারা নির্বোধ ও মুর্খের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলে সে নিতান্ত অবিচার বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নানা রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সকল রূপ রাজ কার্য্যের নিমিত্ত এদেশীয়েরা উপযুক্ত এবং যত ইহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন তত রাজকার্য্য প্রবেশের দ্বার উন্মোচন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা আমাদের প্রতি অবরোধ করিতেছেন। বাঙ্গালায় যে ২৬৭ জন সিবিলিয়ান কাজ করিতেছেন, ইহারা অন্যূন এদেশীয় দুই সহস্র পরিবারের অন্ন ধ্বংশ করিতেছেন। এই অর্থ গুলির উপর আমাদের ন্যায্য দাবি আছে এবং তাহারা যে সমুদয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই অর্থ গুলি শোষণ করিতেছেন উহার উপযুক্ত লোক এখানে ন্যূন কল্পে ২৬৭ জন আছেন। এই ২৬৭ জন এদেশের অন্ন লইয়া প্রভুত্ব করিতেছেন, দাস দাসী অশ্ব শকট মনরম গৃহ উত্তম পরিচ্ছদ ও উত্তম আহারীয় প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছেন অথচ এদেশের লোক বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া অন্নাভাবে নানাবিধ কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে। পশুদের অন্নাভাব হইলে উত্তেজিত হয়। অন্নের অন্বেষণে দিক বিদিক গমন করে, বিপদ বাধা লক্ষ্য করে না, কিন্তু মনুষ্য জাতির প্রকৃতি ইহার বিপরীত। ইহাদের যত অন্নের অভাব হয় ইহারা তত নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এদেশে লোকের এরূপ অন্ন কষ্ট হইয়াছে যে যদি ইহারা পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে এত দিন এদেশীয়দিগকে সমাজ বন্ধনে রাখা কঠিন হইয়া উঠিত।

—মান্দ্রাজ মেল কিরোসাইন তৈল সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। কিরসাইন তৈল দুই রকম আছে। এক রকম তৈলে কোন রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, আর এক রূপ তৈল অতি ভয়ানক। বারুদে যেরূপ এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি পতিত হইলে সর্ব্বনাশের উৎপত্তি হয়, ইহাও সেই রূপ। ভাল কিরসাইন তৈলের কোন রূপ বর্ণ নাই এবং তৈলের নিম্নে কোন রূপ পদার্থ পতিত হয় না। এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট কিরসাইন তৈলের আর একটি গুণ আছে এবং এই গুণটি সর্ব্ব প্রধান, কিন্তু ইহা পরীক্ষা করা ভারি কঠিন। উত্তম তৈল এক শত ডিগ্রি উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে কোন রূপ দাহ্য বাষ্প নির্গত হয় না। অপকৃষ্ট তৈল যদি ৯০ ডিগ্রি উত্তপ্ত হয় তাহা হইলে উহা হইতে এক রূপ বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্প কোন গতিকে অগ্নির স্পর্শে আসিলে তৈল জ্বলিয়া উঠে। মান্দ্রাজ মেল লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অতিশয় উষ্ণ, বিশেষত এখন ভারি উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন যে তৈল ১১০ ডিগ্রি উত্তপ্ত করিলে বাষ্প নির্গত না হয় এরূপ তৈল প্রদীপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার বিবেচনায় ১০০ শত ডিগ্রি উত্তপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে তৈল হইতে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়

তাহা গুদম জাত করিয়া রাখিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। যাহারা কিরোসাইন তৈল ব্যবহার করেন তাহাদিগকে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন কোন প্রসিদ্ধ বণিকের নিকট হইতে তৈল ক্রয় করেন। তাহা হইলে বণিকেরা তাহাদিগকে কখন যাহাতে বিবাদ সম্ভব আছে এরূপ তৈল বিক্রয় করিবে না। বোধ হয় ইহার কিছু অধিক মূল্য হইবে কিন্তু কিরোসাইন তৈল দ্বারা আপনি এবং আপনার আত্মীয় স্বজন ও অভ্যাগত ব্যক্তি প্রভৃতিকে দগ্ধ করিয়া হত্যা অপেক্ষা বোধ হয় যাহাতে কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই অধিক মুল্যে এরূপ তৈল ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

—বাণিজ্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সকল স্বাধীন ও সভ্য দেশে মেলা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নানা দেশ বিদেশ হইতে নানা বিধ দ্রব্যের পরিদর্শন হয়। সে দিবস ফিলাডেলফিয়াতে এই রূপ একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। আবার ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে পারিস নগরে এই রূপ একটী মেলা হইবে এরূপ আয়োজন হইতেছে। পারিসের মেলাতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আমাদের বোধ হয় ভারতবর্ষে এরূপ মেলা হইলে দেশের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা এই নিমিত্ত এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া থাকি। এ দেশে মেলা অনেক দিন অবধি হইয়া আসিতেছে। তবে পারিস, ফিলাডেলফিয়া, প্রভৃতি স্থানে যে প্রণালীতে মেলা হয় এ দেশে সেরূপ মেলা হয় না। এ দেশে এখন যে সমুদয় মেলা আছে তাহা পূর্ব্বে হিন্দু রাজারা স্থাপন করেন। তাঁহারা কতক অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ মেলা স্থাপন করেন কিন্তু এরূপ মেলার অধিকাংশ কোন রূপ ধর্ম্ম উৎসব উপলক্ষে সংস্থাপিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে নানা দেশ বিদেশ হইতে নানা লোকের সমাগম হইত, এবং সেখানে নানা দেশ বিদেশ হইতে নানারূপ পণ্য দ্রব্যের আমদানি হইত। ফল যে কারণেই ইহার অনুষ্ঠান হউক, ইহা দ্বারা যে দেশের বিশেষ উপকার হইত এবং এখনও উপকার হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠানে জাতি সাধারণের উপকার হইতে পারে না। পারিসে যে মেলা হইবে তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের আমদানি হইবে। এবং এই উপলক্ষে প্রশংসা ও অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত কত নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, কৃষি কার্য্যের কত উপকার হইবে, শিল্প ও কারুকার্য্যেরও কত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না এবং এই সমুদয় দ্রব্য পারিসের মেলাতে উপস্থিত হইলে ফ্রান্সের লোক এই সমুদয় দ্রব্যের অনুকরণ করিবার যত্ন করিয়া আপনাদিগকে আরো উন্নত করিবেন। ইহাতে ফ্রান্স অবগত হইবেন যে পৃথিবীর কোন্ স্থানে কি কি উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ফ্রান্স অন্য দেশ অপেক্ষা কিসে ন্যূন আছে এবং কোন কোন পণ্য দ্রব্য সেখানে উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ তুলনা করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে অপর অপর দেশের কি রূপ তারতম্য ইহা অবগত হইলে ফরাশিগণ তাহার প্রতিবিধানের যত্ন করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে যদি এই রূপ মেলা মাঝে মাঝে হয় তাহা হইলে এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা এবং যত দিন এদেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপকার না হইতেছে তত দিন দেশের অর্থ বৃদ্ধি হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বারা বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন, সুতরাং উহার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করা অতি কর্ত্তব্য। আবার আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে এক গুণ ব্যয় করিলে দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিবেন। বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ভয় পাছে এরূপ মেলা করিলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে অর্থোপার্জ্জনের কোন রূপ বিঘ্ন হয় এই ভয়ে তাহারা এদেশের এরূপ ঘোর অনিষ্ট করিতেছেন।

প্রেরিত।

দুটি বিপদ।

সম্পাদক মহাশয়, প্রায় দুই সপ্তাহ গত হইল একদা আমরা তীর্থপর্য্যটনার্থে, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, সূর্য্যাস্তের অনতিবিলম্বে, এক খানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক, যমুনার অনন্ত অবিশ্রান্ত জল রাশির উপর দিয়া ভাসিতে২ আসিতেছি, এমন সময় উত্তর দিক্ হইতে মৃদু মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ু বহিতেছে দেখিয়া, মাজীদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, নির্ব্বোধ মাজীরা ক্ষণকালের তরে বিশ্রাম লওয়ার্থে, নৌকায় পাল উঠাইয়া শ্রান্তিহারিণী তামাকু খাইতে২ যেমন উচ্চৈঃস্বরে, "গাজির পাঁচপির বদর" বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল, অমনি বায়ু কিছু প্রবল তরে বহিতে লাগিল। মাঝিদিগের আনন্দ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সেই অসীম আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল;—হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল, যমুনার বক্ষঃস্থলে অসংখ্য তরঙ্গ মালা দেখা দিল এবং দেখিতে২ মহা কোলাহল পূর্ব্বক আমাদিগকে নৌকা সহিত নাচাইতে লাগিল। আমাদিগের অন্তিম সময়ের কাতরোক্তি ও মাঝিদিগের চেষ্টা সকলি বিফল হইল। আমরা নৌকা পরিত্যাগ করিলাম।

সূর্য্যদেব দেখিতে২ অস্তে গেল। গগণ মণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তরঙ্গের কোলাহল শব্দ ও নাবিকদিগের ভয়জনক আত্মনাদ ভিন্ন কিছুই আমাদিগের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। আমাদিগের নৌকা কোথায় ডুবিয়াছে এবং কোন দিকেই বা যাই, তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া, স্রোতের সহিত ভাসিতে২ যাইতেছি, এমন সময় জগদীশ্বরের কৃপাতেই হউক বা আমাদিগের আত্মা এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই হউক আমরা যমুনার জল হইতে কিনারায় উঠিয়া একটী বৃক্ষের আশ্রয় লইলাম। তখন বৃষ্টি আসিল এবং আমাদিগকে তাহার বিক্রম দেখাইবার নিমিত্ত ভয়ানক চীৎকার শব্দে গর্জ্জন করিতে২ ঝড়ের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুঃখের বিষয় এই যে, দর্শনেন্দ্রিয়ের দর্শন শক্তি রহিত হওয়াতে যুদ্ধকে জয়ী হইল সেটি আপনাকে জানাইতে পারিলাম না। অনুভবে বোধ হয় যে, বৃষ্টিই পরাভব স্বীকার করিল। যে ভাবেই হউক, ঝড় ও বৃষ্টি বিশ্রামার্থে কে কোথায় গমন করিল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ঝড় ও বৃষ্টি থামিলে পর প্রকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিল। তখন আমর নিকটস্থ কোন গ্রামে একটী ভদ্র লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট আমাদিগের অবস্থার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করাতে, তিনি আমাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, প্রথমতঃ কয়েক খানি পরিধানের নিমিত্ত বস্ত্র আনিয়া দিলেন, পরে আহারের জন্য নানা প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু মন অত্যন্ত অসুস্থ থাকাতে আমরা সে রাত্রে কিছুই খাইলাম না।

পর দিবস প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া লোক দ্বারায় অনেক অনুসন্ধান করিয়া নৌকা ও মাঝিদিগের কোন উদ্দেশ পাইলাম না। অনেক দিবস হইল কালীঘাটের কালী দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল এবং আমাদিগের সমস্ত ধন জল মগ্ন হইয়া সঙ্গে যা ছিল তদ্দ্বারায় উক্ত কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে বিবেচনায় যথা সময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া, গোয়ালন্দের ষ্টেসনে বাষ্পীয় শকটারোহণ পূর্ব্বক সায়ংকালে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় আসিলাম।

অস্মদ্দেশীয় আধুনিক কবিকুল তিলক প্রণীত এক খানি কাব্যে পড়িয়াছি যে, ব্রিটানের শ্বেতাঙ্গী মহিলাগণ পুরুষের সহচরী এবং লীলাখেলার্থে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মাঠে২ ভ্রমণ করিয়া থাকে। গত বৎসর এক খানি সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, আমেরিকায় অত্যন্ত বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে এবং তথাকার মহিলাগণ লেখা পড়া শিখিয়া এত দূর উন্নতি করিয়াছে যে তাহারা রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষ অপেক্ষা উক্ত কার্য্য শত গুণে উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ করিতেছে এবং আরও পড়িয়াছি যে তথাকার এক সম্প্রদায়ের বিদুষী মহিলাগণ পুরুষদিগকে বিবাহ করিবে কি না তদ্বিষয় কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দুই এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে বোধ হয়, পুরাকালে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু এক্ষণ সেটী লোপ পাইয়াছে, গতিকেই কলিকাতার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একে বাঙ্গালির মেয়ে তাতে আবার পূর্ব্ব দেশে জন্মিয়াছি, ইচ্ছামত স্থানান্তরে যাইতে পারি না। তবে তীর্থ স্থানে যাওয়ায় কোন বাধা নাই। সে দিবস কালী ঘাট গিয়া কি দেখিয়াছি, শুনুন;—

গত ২০ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার পর আমরা কালিঘাটের কালি দর্শনাভিলাষে, কালীর মন্দির সন্নিকটস্থ প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং অনেক লোকের সমারোহ হওয়াতে মন্দিরে প্রবেশ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া, প্রাঙ্গণের এক পার্শে দাড়াইলাম, দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা কালী দর্শনাভিপ্রায়ে আসিয়াছিল তাহারা কোন প্রকারে স্ব স্ব কার্য্যোদ্ধার করিয়া গেল। এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকটী বাবু আসিয়া ছিলেন, ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য আমোদ। প্রথমতঃ ইহারা কালী দর্শনাভিলাষিনী অন্যান্য রমণীগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, পরে, আমার দিকেও সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইলেন কিন্তু তাহাদের তাকনই কেবল সার হইল ওখানিক উচ্চ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই সময়ের কথা মনে হইলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং এক দণ্ডের তরেও আর কাপুরুষ ভারত সন্তানদিগের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করে না। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি এই প্রকার সুরসিক বাবুদিগের বংশ এক কালীন লোপ না হইলে, কখনই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য উদয় হইবে না এবং অবলা স্ত্রী জাতির কষ্টও নিবারণ হইবে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের উপর আপনাদের এত অন্যায় আচরণ কেন? দেখুন, আপনাদের ভয়ে আমরা বার মাস অন্ধকূপে লুকাইয়া থাকি। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখনই কেবল নিশ্বাস ফেলিবার নিমিত্ত একটী বার মুখ বাহির করি, কিন্তু মুখ বাহির করিলেই লাথি পুরস্কার পাই। যাহারা আট নয় শত বৎসর প্রফুল্লান্তকরণের সহিত হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, যাদের জুতা মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন তারা কি না আবার অবলা আশ্রয়হীনা স্ত্রী জাতির উপর অত্যাচার করেন। ভারতবর্ষে তো এখনও পাটের চাষ যায় নাই?

সম্পাদক মহাশয়, উপসংহার কালে আর দুইটী কথা বলিয়া নিরস্ত হইব; (১) বর্ষাকালে যমুনা নদী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া পড়ে এবং ঝড় বৃষ্টির সময় অনেক লোক বৎসর২ উপায়াভাবে যমুনার জলে ডুব দিয়া যাবজ্জীবনের তরে নিদ্রা যান। অতএব কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। (২) ২।৩ বৎসর হইল তারকেশ্বরে কি ভয়ানক ঘটনা হইয়া ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে। কালীঘাট যাহা দেখিলাম, তাহাও বড় কম নয়। যাঁহারা অশ্লীল পুস্তকাদি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সভা করেন তাঁহাদের এ বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আপনি হয় তো আমাকে মুখরা বলিয়া জ্ঞান করিবেন। আপনি যাই মনে করুন আমি কালী কলম এক করিতে জানি তাই এ হিজি বিজি পাঠাইলাম কিন্তু যারা লেখা পড়া জানে না তারা মনের আগুণে জ্বলিয়া মরে।

কলিকাতা, কালীঘাট } আপনার অনুগতা
২২ জ্যৈষ্ঠ। } শ্রী কাদম্বিনী মৈত্র।

সাঁওতাল পরগণা।

মহাশয়,

সাঁওতাল পরগণা একটী সাধারণ আইন বহির্ভূত প্রদেশ, অধিকন্তু ইহার অধিবাসীগণ নিরক্ষর ও আদিমাবস্থাপন্ন, অতএব এ স্থানে হাকিমগণের কি প্রকার প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন ও তদ্বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। বোধ হয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা জানেন আমরা এ স্থানের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা এবং অধিবাসীগণ জানে যে তাঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি, পালন ও সংহার সকলি করিতে পারেন, এবং তাঁহাদেরই ইচ্ছানুসারে আমাদের সুখ ও দুঃখ। এমত স্থানে হাকিমগণের কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত আর কি প্রকারেই ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারিবে।

অল্প দিবস গত হইল এ স্থানের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, দুমকা সহর মধ্যে কেহ খড় দিয়া ঘর ছাওয়াইতে পাইবে না অর্থাৎ সকলকেই টাইল দিয়া ঘর ছাওয়াইতে হইবে। যে সময় এই আদেশ প্রচার হয় তৎপূর্ব্বে সকলেই আপন আপন গৃহচ্ছাদনোপযুক্ত খড় বাঁশ প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিয়াছিল, সেই সমুদয় জিনিষ নষ্ট হইবে। আবার এমত অসময়ে টাইল ও তদুপযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী আয়োজন ও তৈয়ারি করিতে হইলে কাহারও আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে এবং কাহারও বা যথা সময়ে টাইল দিয়া গৃহচ্ছাদনে যে পরিমাণে ব্যয় হয় তাহা অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক ব্যয় হইবে দেখিয়া সকলে উক্ত সাহেব বাহাদুরের নিকট বিনীতভাবে উক্ত প্রকার ও অন্যান্য অশেষ বিধ অপরিহার্য্য অসুবিধা প্রদর্শন করিয়া প্রার্থনা করে যে তাহাদিগকে এ বৎসর অবকাশ দিতে আজ্ঞা হয়, আগামী বৎসর যথা সময়ে টাইলাদি অয়োজন করিয়া সকলেই আপন২ গৃহ টাইল দিয়াই আচ্ছাদন করিবে; কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যে দুই এক ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বেই খড় দিয়া ঘর আচ্ছাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদিগকে আপন আপন ঘর হইতে নূতন খড় উঠাইতে আদেশ করেন এবং কিছু দিবস পর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রতিপালন করে নাই দেখিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে চার্য্য আনিয়া তাহাকে ॥০ আনা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার দুই তিন দিবস পরে এখানে একটী প্রবল ঝড় উপস্থিত হয়। সেই ঝড়ে চালের সমস্ত খড় উড়িয়া গেল কিন্তু সাহেব বাহাদুরের হৃদ্‌গত প্রতিজ্ঞা কিছুতেই আলোড়িত হইল না, পরন্তু অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল দেখিয়া অল্পবুদ্ধি হতভাগ্য বাসন্দাগণ অত্রস্থ উদার চরিত ডিপুটি কমিসনার মহোদয়ের নিকট একটী আবেদন পত্র প্রদান করে কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় নাই অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার সাহেব বাহাদুর "আমি এ বিষয়ে কিছু শুনিতে চাহি না" বলিয়া আবেদন পত্রে আপনি হুকুম লিপিবদ্ধ করেন। পরম্পর শুনিলাম ৫।৭ দিবস গত হইল তাহারা ভয়ে ব্যাকুল চিত্তে সাঁওতাল পরগণার অতি উচ্চতম আদালত কমিসনার সাহেবের নিকট আপনাদের দুঃখরব উত্থিত করিয়াছে কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা কোন ফল প্রাপ্ত হয় নাই। ইত্যবসরে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ৩।৪ দিবস গত হইল তিনি এক ব্যক্তিকে আমার হুকুম অমান্য করিয়া প্রাচীরে কতকগুলি নূতন খড় ছাপাইয়াছে বলিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারানুসারে ৫ টাকা অর্থ দণ্ডে কিম্বা অর্থ দণ্ড না দিতে পারিলে এক সপ্তাহ কারা দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে বাজার মধ্যে আসিয়া 'তুমি হামারা হুকুম নাহি মান তা হেয়, আপনা ঘর তোড় দেও" ইত্যাদি অনেক প্রকার হুকুম পাঠাইতেছেন ও কোন ২ ঘর নিজে ছাড়াইয়া দিতেছেন।

সম্পাদক মহাশয়, উপরোক্ত বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ এ স্থানের হাকিমগণের এ প্রকার কার্য্য কত দূর আইনসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। এইটি সাধারণ আইন বহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া তাঁহারা যেন এমত মনে না করেন যে এখানে এমন কোন বিশেষ আইন প্রচলিত থাকিবে যাহাতে হাকিমগণকে এ প্রকার কার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। আর যদি কেহ এ প্রকার তর্ক করেন যে টাইল দিয়া ঘর ছাওয়াইলে অগ্নি ভয় থাকে না অতএব বাসন্দাগণের মঙ্গল সাধন জন্য হাকিমগণ এ প্রকার আইনাসঙ্গত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে আপাততঃ কিছু ক্ষতি হইলেও ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গল হইবে তাহা হইলে তিনি এক বার এমত অসময়ে টাইল দিয়া ঘর ছাওয়ানির পক্ষে কত প্রকার অসুবিধা মনে করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ খড় দিয়া ছাওয়াইবার জন্য যে ভাবে চাল প্রস্তুত হয় তাহাতে টাইল দেওয়া চলে না সুতরাং সকল ঘরেরই দেওয়াল গুলি কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙ্গিয়া নূতন দেওয়াল দিতে হইবে, অপেক্ষাকৃত শক্ত কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে হইবে এবং যে টাইল সময়ে টাকায় ১৪।১৫ শত করিয়া পাওয়া যায় তাহা ৫।৬ শত করিয়া লইতে হইবে এবং বোধ হয় এক দেড় মাহার ন্যূন সময়ে পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ এখানে কোন লোকেরই একাধিক বাস গৃহ নাই, এক সময়ে অনেক টাইল দিয়া ঘর আচ্ছাদন আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে ভাড়াটিয়া গৃহ অভাবে সপরিবারে যার পর নাই কষ্ট পাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ বর্ষাকাল উপস্থিত, ইতি মধ্যেই এখানে ৩।৪ দিবস বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ও তজ্জন্য কত লোক কতই কষ্ট পাইয়াছে। যদি তাহাদিগকে টাইল দিয়া ঘর ছাওয়াইতে হয় তাহা হইলে আর দুই মাস কাল তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এই প্রকার আরও অনেক অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বাহুল্য বোধে লিখিতে পারিলাম না। ভরসা করি যে কয়েকটি দেখান গেল তাহাতেই তার্কিক পাঠক নিরস্ত হইবেন ও এ বৎসর টাইল দিয়া ঘর আচ্ছাদন আদেশ যে নিতান্ত অন্যায় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

জনৈক পথিক।

দারজিলিং।

মহাশয়, অদ্য কয়েক দিবস হইতে দারজিলিঙ্গে অতিশয় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখানকার সুযোগ্য দয়ালু ডেপুটী কমিসনার মহোদয় বিশেষ যত্ন করিয়াও পীড়ার প্রবল প্রতাপ হ্রাস করিতে পারিতেছেন না। এমত সময়ে দারজিলিং পাহাড়ে অহোরাত্রি বৃষ্টি হয়, কিন্তু এ বৎসর এ পর্য্যন্ত এক দিন উত্তমরূপে বৃষ্টি হয় নাই। জল কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। প্রখর সূর্য্য কীরণে এ স্থান এতাদৃশ উত্তপ্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বের মত দিবা দ্বিপ্রহরে আর গরম কাপড় সহ্য হয় না। ওলা দেবীর অনিবার্য্য প্রতাপ প্রথমে চা বাগিচা হইতে আরম্ভ হইয়া সহর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কখন কাহাকে করাল কবলে কবলিত করেন এই ভয়ে ছোট লর্ড সাহেব মহোদয় প্রভৃতি আপামর সাধারণ সকলেই ব্যতিব্যস্ত। প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে, এ স্থল অতি সঙ্কীর্ণ তাহাতে এ রূপ লোকের সমাগম হইয়াছে যে অতি কদর্য্য অন্ধ কূপ সদৃশ স্থান গুলীও বাস গৃহার্থ অপ্রতুল হইয়াছে।

সেই হেতু প্রর্থনা যে, যখন ছোট লর্ড প্রভৃতি মহোদয়দিগকে এ স্থানে ৬। ৭ মাস থাকিতে হইবে তখন তাহাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের নিমিত্ত এরূপ একটী স্থান করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে তথায় তাহারা নিরুদ্বেগে ও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় এ রূপ কোন পীড়াই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকালে মনুষ্য জীবন নষ্ট করিতে পারিবে না। মিউনিসিপালিটী, নাচ গৃহ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে মুক্ত হস্তে এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্র নেটিব ক্লার্কদিগের প্রতি একবার ও দৃষ্টিপাত করেন না।

দারজিলিং ২রা জুন। } একান্ত বসম্বদ শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যুত্তর।

বিগত ১৬ই জৈষ্ঠের 'শ্রীঃ—স স্বাক্ষরিত প্রশ্নের উত্তর।

কেবল করাল সব রেজষ্টরী আফিসে নহে, রেজষ্টরী আফিস মাত্রেই এডভালোরেম ও কপিয়িং ফিস দিতে হয়। এডভালোরেম ও কপিয়িং ফিসের প্রভেদ এই যে, যত টাকার দলিল, সেই টাকার উপর যে ফিস লাগে তাহাকে এডভালোরেম, ও রেজিষ্টার বহী অর্থাৎ যাহাতে দলিল নকল হয় তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৩০০ তিন শত কথা লিখিবার নিয়ম, সেই রূপ দুই পৃষ্ঠার অর্থাৎ ৬০০ শত কথার অতিরিক্ত প্রত্যেক ৩০০ শত কথায় চারি আনা হিসাবে ফিস দিতে হয়, সেই রূপ ফিসকে কপিয়িং ফিস কহে।

বাকিপুর। শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মহারাণীর নূতন উপাধি ও ইণ্ডিয়ান লীগ।

(এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।)

সচরাচর এ পর্য্যন্ত কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনই দেশীয় জন সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এবার ইণ্ডিয়ান লীগ ঐ প্রতিনিধিতে ব্রতী হইয়া মহারাজ্ঞীকে অভিনন্দন পত্র প্রদানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গত শনিবার কলিকাতার টাউন হলে একটী বৃহৎ সভা হয়, এবং ঐ সভায় রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যেরূপে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের প্রশস্ত উক্তি সকল সমুখে ব্যক্ত করেন, তাহাতে ঐ সভা প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্দ্ধমানাধিপতির সভাপতিত্বে আহূত হইয়াছিল বিবেচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং যদিও ইণ্ডিয়ান লীগ নব্যদল লইয়াই হইয়াছে শুনিতে পাই, তথাপি গত শনিবারের সভা সেরূপ ছিল না বলিতে হইবে। সভাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে সমস্ত সাম্রাজ্যেরই অভিমতি প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের সভাপতিত্বেই অন্ততঃ সমুদয় বঙ্গদেশের অভিমতি ব্যক্ত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, তিনি প্রায়ই এরূপ কার্য্যে যোগ দেন না। কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন এত দিনের পর তিনি তাঁহার সেই চিরঔদাসীন্য পরিহারপূর্ব্বক স্বজাতীয় জনসাধারণের নেতা-স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইলেন।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া সভাপতির বক্তৃতা সমাপন করিলে আরও যে যে ভদ্রলোক অপ্রতিবিধেয় কারণ নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদিগের পত্রাদি পঠিত হইল। পরে অভিনন্দন সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমতি স্থির হইল, এবং সুবিখ্যাতনামা বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অনুপচাঁদ মিত্র এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালোপযোগী বক্তার এবং সভাস্থ লোকের আনন্দপ্রকাশক এক একটী কমিটি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলেন। পরে অভিনন্দন প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। ইণ্ডিয়ান লীগের এই কার্য্য বিলক্ষণ বিচক্ষণতা সহকারে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।